CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 July 2021 ■ আগরতলা ২৮ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ১১ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মঙ্গলবার নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি-ট্যুইটার

বিচারপতি শুভাশীষ তলাপাত্র করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ত্রিপুরা হাই কোর্টের বিচারপতি শুভাশীষ তলাপাত্র। বর্তমানে তিনি আগরতলায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন। আগামীকাল তাঁকে নয়াদিল্লি স্থিত ভেদান্তা হাসপাতালে উন্নত চিকিতার জন্য নেওয়া হবে।

ত্রিপুরা হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল দাতা মোহন জমাতিয়া বলেন, বিচারপতি শুভাশীষ তলাপাত্র করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি শারীরিক অসুস্থতা বোধ করায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। আজ তাঁর আরটি-পিসিআর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। দাতা মোহন জমাতিয়া জানান, বিচারপতি তলাপাত্রকে আগামীকাল এয়ার এম্বুলেন্সে নয়াদিল্লিস্থিত ভেদান্তা হাসপাতালে উন্নত চিকিতার জন্য নেওয়া হবে। সেই মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আজ রাজ্যে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের দুই মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। আগামীকাল রাজ্যে আসছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুই মন্ত্রী। তাঁরা হলেন ব্রাত্য বসু এবং মলয় ঘটক। তাছাড়া সাথে আসছেন তৃণমূল নেতা ঋতব্রত ব্যানার্জী। সকাল দশটার বিমানে তাঁরা এখানে আসছেন বলে জানা গিয়েছে। মূলতঃ আইপেক এর কর্মকর্তাদের আটকে রাখার বিষয়ে খোঁজ নেওয়া। এদিকে, এসডিপিও জানিয়েছেন, আটকে রাখা ২২ জনের কোভিড ১৯ আরটিপিসিআর রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ইচ্ছা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০০ শতাংশ কোভিড টিকাকরণের লক্ষ্যে এগিয়ে রাজ্য, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। আজ এবং আগামীকাল রাজ্যে দু-দিনব্যাপী ১০০ শতাংশ কোভিড টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিশেষ টিকাকরণ অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই ১৮-উর্ধদের বড় মাত্রায় টিকাকরণ সম্পন্ন হয়ে গেলেও যাঁরা এখনও টিকা গ্রহণ করেননি তাঁদের টিকাকরণের আওতায় আনতেই এই উদ্যোগ। কোভিড অতিমারি পরিস্থিতিতেও রাজ্যের গ্রামেগঞ্জে অন্নের অভাব নেই। মানুষের রোজগার, খাদ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবা অক্ষুণ্ণ রাখা সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। আজ খোয়াই ও উনকোটি জেলায় কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

সমগ্র রাজ্যে মিশন মুডে গৃহীত এই কর্মসূচিকে স্বার্থক রূপ দিতে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করতে আজ খোয়াই ও উনকোটি জেলায় বেশ কয়েকটি টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে খোয়াই জেলার জাম্বুরা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মধ্য সিঙ্গিছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উনকোটি জেলার ইরানি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিনিবাগান উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং গৌরনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। টিকাকরণের এই উদ্যোগকে সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তার পাশাপাশি সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোভিডমুক্ত রাজ্য গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে এই কর্মসূচিতে শামিল হতে আহ্বান রাখেন তিনি। টিকাকরণ কর্মসূচি পরিদর্শনের সময় স্বাস্থ্যকর্মী ও টিকা নিতে আগত ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যব্যাপী টিকাকরণের এই বিশেষ কর্মসূচিকে স্বার্থক রূপ দিতে প্রত্যেকটি টিকাকরণ কেন্দ্রে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী ও আধিকারিকগণ উপস্থিত হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই ১৮-উর্ধদের বড় মাত্রায় টিকাকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এই বয়ঃসীমার এখনও যাঁরা টিকাকরণের আওতায় আসেননি তাঁদের প্রত্যেককে এই কর্মসূচির মাধ্যমে টিকা গ্রহণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান রাখেন। তিনি বলেন, স সকল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মানছেন না অধস্তনরা, বন দপ্তরে কর্মসংস্কৃতি লাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। বন দপ্তরে তুলঘি কর্মকাণ্ড চলছে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে চলছেন অধস্তন আধিকারিক ও কর্মীরা। এমনকি প্রয়োজনীয় ফোন কল পর্যন্ত রিসিভ করা হয় না। পরবর্তী সময়ে বেক কল করা হয় না। এই অদ্ভুত সমস্যায় বন দপ্তরের কর্মসংস্কৃতি রীতিমত লাটে উঠেছে।

এই প্রেক্ষিতে উপায়ান্তর পেয়ে মুখ্য বন সংরক্ষক ডি কে শর্মা একটি মেমোরেন্ডাম জারি করেছে। মেমোরেন্ডামে তিনি উল্লেখ করেছেন অনেক ডিএফও অভিযোগ করেছে এসডিএমওরা এবং রেন্স অফিসাররা তাদের নির্দেশ মানছেন না। তিনি বলেন বন কর্মীদের ২৪ ঘন্টা ডিউটি থাকা সত্বেও গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত মোবাইলের সুইচ অফ করে রাখেন। তাতে প্রয়োজনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। তাই অবিলম্বে এই ধরনের উদ্ভত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য সকল বন কর্মীদের সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে তাদের মোবাইল সর্বক্ষণ চালু রাখেন। যদি তা না হয় তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা স্তরে যেসব বন দপ্তরের আধিকারীক ও কর্মীরা কর্মরত রয়েছেন তাদের অনেকের বিরুদ্ধে বেআইনী কার্যকলাপের অভিযোগ উঠেছে। দেখা দিয়েছে বন ধ্বংস করার সাথে যেসব দুস্কৃকিরা জড়িত তাদের অনেকের দাথেই তাদের সখ্যতা।

আগরতলা-বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট সাপ্তাহিক হলিডে স্পেশাল চালাবে উপূসী রেলওয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। সারা দেশে করোনার গ্রাফ নিম্নমুখি। তাই উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিষেবা পুনরায় পরিসর বৃদ্ধির পথে হাঁটছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে আগরতলা ও বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে ৩১ জুলাই থেকে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত একটি হলিডে স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। সাপ্তাহিক ওই ট্রেন সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত থাকবে বলে জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ।

চন্দ জানান, ০৫৪৮৮ নম্বরের আগরতলা-বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট হলিডে স্পেশাল ট্রেনটি ৩১ জুলাই প্রত্যেক শনিবার আগরতলা থেকে সকাল ৬টা ১০ মিনিটে রওয়ানা দেবে এবং সোমবার রাত ৮টা ১৫ মিনিটে বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৫৪৮৭ নম্বরের বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট-আগরতলা হলিডে স্পেশাল ট্রেনটি ৩ অগাস্ট থেকে প্রত্যেক মঙ্গলবার বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট থেকে সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে রওয়ানা দেবে এবং শুক্রবার ভোর ৩-টায় আগরতলা পৌঁছবে।

তিনি বলেন, যাত্রীদের জন্য ট্রেনটিতে ১৮টি এসি-৩ টায়ার কোচ থাকবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিস্তারিত তথ্য রেলওয়ের ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ থাকবে। যাত্রা করার আগে যাত্রীদের বিস্তারিত বিজ্ঞাপন দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, যাত্রীদের নিজেদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছনোর পর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে। সমস্ত যাত্রীকে এ সম্পর্কে রেলওয়ে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

করিমগঞ্জে আটক ত্রিপুরার চার গাঁজা পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবরের ভিত্তিতে করিমগঞ্জের ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে টোলগেটের সামনে ওৎ পেতে বসে ১১ লক্ষ টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি চার পাচারকারীকে আটক করেছেন বিএসএফ-এর ৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা।

ঘটনা গতকাল সোমবার গভীর রাতের। রাতে একটি টিআর ০৭ ০২৪৫ নম্বরের সাদা রঙের মারুতি সুজুকি ইকো গাড়িতে তালাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হন বিএসএফ জওয়ানরা। আগরতলা থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল গাড়িটি। গাড়ি চার আরোহীকে গাঁজা পাচারের অভিযোগে আটক করা হয়। বমাল গাঁজা পাচারকারীদের আটক করে করিমগঞ্জ সদর থানার পুলিশকে খবর দেন বিএসএফ জওয়ানরা। পুলিশ আসার পর ৬৩.৬ কেজি ওজনের গাঁজার প্যাকেটগুলো তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজাগুলো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেপ্টেম্বরে হচ্ছে টেট পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন আগামী সেপ্টেম্বরে টেট পেপার-১, পেপার ২, এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হবে। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন টিআরবিটি টেট পরীক্ষা আয়োজন করতে যাচ্ছে। ১৯ সেপ্টেম্বর টেট পেপার-১ পরীক্ষা হবে তার জন্য প্রার্থী সংখ্যা ১২২৩২ জন এবং ২৬ সেপ্টেম্বর টেট পেপার-২ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তাতে প্রার্থীর সংখ্যা ১৫৭৪৭ জন। এসটিজিটি পরীক্ষা হবে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৭৫টি পদের জন্য। অন্যদিকে এসটিপিজিটি পরীক্ষা হবে ১৬ সেপ্টেম্বর ৬৪ পদের জন্য। এখনো পর্যন্ত টিআরবিটি টেট পেপার-১ এবং পেপার-২ এর মোট ৬টি পরীক্ষা নিয়েছে। এই দুটি পরীক্ষায় মোট প্রার্থী ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৪৫ জন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অস্ত্র উদ্ধারে পুলিশের বাটি চালান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ডট কমের যুগেও অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের উপর ভর করে চলছে চাইছে ত্রিপুরা পুলিশের একটি অংশ। খোয়া যাওয়া হাতিয়ার তথা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের জন্য বহুল প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছান্ন 'বাটি চালান' দেওয়া হল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতি মত উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। গোমতী জেলার অম্পি বাজারে অম্পি বাজারে রাতে কর্তব্যরত অবস্থায় এক পুলিশ কর্মীর এসএলআর রাইফেল রহস্যজনক ভাবে গায়েব হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, পুলিশ কর্মী সুবরিয়েল উচুই কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন অম্পি বাজারের কাছে চেচুয়া যাত্রী শেডে। আচমকা সে নাকি শেডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে দেখে তার এসএলআর রাইফেল গায়েব। সাথে সাথে সে বিষয়টি থানায় জানায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদীর সঙ্গে দেখা করে বাংলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ টিকা সরবরাহের আর্জি মমতার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.)।। রাজ্যকে পর্যাপ্ত পরিমাণ করোনা টিকা সরবরাহের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আর্জি জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার বিকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানিয়েছেন স্বয়ং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে রাজ্যের নাম বদল সহ বেশ কিছু প্রকল্পে ছাড়পত্র দেওয়ার জন্যও প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন আধঘন্টার মতো বৈঠককে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যে তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে সোমবার বিকালেই প্রথমবার রাজধানীতে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর দিল্লিতে এসেই একের পর এক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিন দুপুরে কংগ্রেসের দুই বর্ষীয়ান নেতা কমল নাথ ও আনন্দ শর্মার সঙ্গে বৈঠক করেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাসভবনে যান। বিকাল চারটে নাগাদ মোদীর বাসভবনে পৌঁছন তিনি। পৌনে পাঁচটা নাগাদ দেখা করে বেরিয়ে আসেন।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংবাদিকদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলায় ভোটের পরে একান্তে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছি। কলাইকুণ্ডায় দেখা হয়েছিল। তবে সেখানে একান্তে বৈঠকের পরিবেশ ছিল না। বিভিন্ন রাজ্য বাংলার চেয়ে বেশি টিকা পাচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। তাতে অবশ্য আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যবাসীর মতামত উপেক্ষা করে শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে, অভিযোগ আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। রাজ্যের মানুষের মতামত উপেক্ষা করে রিয়াং শরণার্থীদের রাজ্যে পুনর্বাসন দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একের পর এক অপ্রীতিকর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমরা বাঙালি দল।প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরামে সেখানকার দুটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মতভেদকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংখ্যক রিয়াং জনগোষ্ঠীর লোকজন ত্রিপুরার উত্তর জেলায় আশ্রয় নিয়েছিল।

তাদেরকে মিজোরামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে রাজ্যের শাসক দল বিজেপি তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন সিপিএমের

আই-প্যাকসদস্যদের আটকে রাখা অনুচিত, সুর চড়ালেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির সমর্থনে সুর চড়িয়েছেন। প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আই-প্যাকের সদস্যদের পুলিশি নজরদারিতে রাখার ঘটনায় ত্রিপুরা সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন তিনি। অথচ, গতকালই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার মানিক দাস নিশ্চিত করেছেন, করোনা পরিস্থিতিতে বহিরাগত নাগরিকদের কোভিড নমুনা পরীক্ষার জন্য একান্তবাসে রাখা হয়েছে। আই-প্যাক সংস্থার ওই ২২ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ আসলে সকলেই মুক্ত হয়ে যাবেন।

ত্রিপুরায় প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আই-প্যাকের সদস্যরা সমীক্ষার কাজে এসেছেন। কেন এই সমীক্ষা সে বিষয়ে পুলিশের কাছে মুখ খুলেননি তাঁরা। কিন্তু ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত ইতিমধ্যেই চষে বেড়িয়েছেন, নানা জনের মতামত সংগ্রহ করেছেন, তা ওই ২২ জন সমীক্ষক স্বীকার করেছেন। তাঁদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ ওই ২২ জনকে হোটেলে নজরবন্দি করেছে। তবে, করোনা পরিস্থিতিতে সারা ত্রিপুরায় হঠাৎ সমীক্ষার কী প্রয়োজন হল তার উত্তর এখনও পায়নি পুলিশ।

এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস ওই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদী হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি সকলেই ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। এখন সেই তালেই সুর মেলালেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সিপিএম ও তৃণমূলের মতাদর্শগত পার্থক্য বিশাল, তবুও বিজেপি বিরোধী হওয়ায় প্রবীণ সিপিএম নেতা গা ভাসাতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

মানিক সরকারের কথায়, ত্রিপুরায় টানা ২৫ বছর সিপিএম শাসন ক্ষমতায় ছিল। কখনও রাজনৈতিক দল কিংবা কোনও সংস্থাকে ত্রিপুরা নিয়ে গবেষণায় আপত্তি দেখানো হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার এবং বাম সরকার পরিচালিত ত্রিপুরা নিয়ে বহু সমীক্ষা হয়েছে। কিন্তু কখনও কাউকে পুলিশের ঘেরাটোপে নজরবন্দি করা হয়নি। তিনি আজকের পরিস্থিতিকে জঙ্গলের রাজত্বের সাথে তুলনা টেনেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা যাত্রীকে হেনস্থার ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা আঠারভোলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। এক মহিলা যাত্রীকে হেনস্থা করার অভিযোগে আঠার ভোলা অটো স্ট্যান্ডে সোমবার বিকেল থেকেই তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অটো চালকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। মহিলা যাত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করার অভিযোগ নিয়ে উদয়পুর কিল্লা থানাধীন আঠার ভোলা মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার বিকালে আঠার ভোলা মটরস্ট্যান্ড থেকে অটো দিয়ে উদয়পুরের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে ধ্বজনগর নেতাজি সুভাষ কলেজ সংলগ্ন এলাকায় অটো চালকের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে যাত্রীর বচসা হয়। অভিযোগ অটো চালক যাত্রীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। অটোচালকের নাম অন্তু দেবনাথ। বাড়ি উদয়পুর ইয়ুথ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়।

অভিযোগ অটো চালককে বার বার বলা সত্ত্বেও মহিলাকে ধ্বজজনগর কলেজে সংলগ্ন এলাকায় নামিয়ে দেয়নি অটোচালক। অটো চালক দ্রুত গতিতে মহিলাকে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে ওই মহিলা যাত্রী অটো থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে যায়।এতে বেশ আহত হয় উপজাতি রমণী। সেখান থেকে নিজ বাড়ি আঠারভোলা ফিরে বাড়ির পরিজনদের কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানান। পরিবারের লোকজন গোটা বিষয়টি জানার পর ক্ষুব্ধ হয়ে আঠার ভোলা অটো স্ট্যান্ডে এসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে কয়েক শতাধিক যুবক জড়ো হয় ঘটনাস্থলে।

বিকাল গড়িয়ে রাত পর্যন্ত কুড়িটি অটো আটকে রাখে স্ট্যান্ডে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কিল্লা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দেববর্মার নেতৃত্বে বিশাল টিএসআর ও পুলিশ। বিক্ষুব্ধদের দীর্ঘক্ষণ বোঝানোর পর ওসির কাছ থেকে অভিযুক্ত অন্তু দেবনাথকে আটক করার আশ্বাস পেয়ে রাত ৮টা ৪০ মিনিটে আটককৃত কুড়িটি অটো ছেড়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ২৭৮ ■ ২৮ জুলাই ২০২১ ইং ■ ১১ শ্রাবণ ■ বুধবার ■ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শিশুদের করোনা ভ্যাকসিন

আমাদের রাজ্যকে ১০০শতাংশ করোণা টিকাকরনের আওতায় নিয়া আসিবার জন্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। বিশেষ করিয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ করোনা ভ্যাকসিন সরবরাহ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপ রাজ্যকে করোনামুক্ত করিবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিয়াছেন আগামী মাসের মধ্যেই শিশুদের মধ্যে করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হইতেছে। এই ধরনের পদক্ষেপ দেশের প্রতিটি পরিবারকে যথেষ্ট মনোবল যোগাইতে শুরু করিয়াছে। প্রত্যেকের কাছেই তাহার সন্তান কৌস্তব রত্ন। সন্তানের সুরক্ষা প্রত্যেক মা বাবার সব চাইতে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। গোটা দেশ গোটা বিশ্বে যেভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করিয়াছে তাহাতে শিশুদের মধ্যে আতঙ্ক আরো চরম আকার ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে। এরইমধ্যে প্রতিটি শিশুকে আগামী মাসের মধ্যেই টিকাকরণের আওতায় নিয়া আসিবার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।অগাস্টেই করোনা টিকা পাইবে শিশুরা। মঙ্গলবার এমনটাই জানাইয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলায় এটিই বড় পদক্ষেপ বলিয়া মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা।অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটাইয়া দেশে শুরু হইতেছে শিশুদের টিকাকরণ।করোনার শৃঙ্খল রুখিতে এটাই সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হইবে।এবার আরও সহজে ভ্যাকসিন মিলিবে। স্বস্তির খবর দিয়া কেন্দ্র। আগামী মাসেই করোনা টিকা পাইবে শিশুরা। অর্থাৎ অগাস্টেই দেশে শুরু হইতে চলেছে শিশুদের টিকাকরণ। জানা গিয়াছে, মঙ্গলবার বিজেপির পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে এমনটাই জানাইয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য।বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনার শৃঙ্খল রুখিতে এটাই সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ। আর এই পদক্ষেপই দেশকে স্কুল খুলিবার ক্ষেত্রে আরও একধাপ অগ্রসর করিবে দ। তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও শিশুদের টিকাকরণ অত্যন্ত আবশ্যিক বলিয়া মনে করা হইতেছে। চলতি মাসের শুরুতেই কেন্দ্র ভ্যাকসিন বিশেষজ্ঞ কমিটির চিকিৎসক এন কে অরোরা জানাইয়াছিলেন, সেপ্টেম্বরেই ১২-১৮ বছরের জন্য টিকাকরণ শুরু হইবে। ইতিমধ্যেই ট্রায়াল পর্ব শুরু করিয়াছে জাইডাস ক্যাডিলা সংস্থা। ট্রায়াল শুরু করিয়াছে ভারত বায়োটেকও। এইমস প্রধান রণদীপ গুলেরিয়া জানাইয়াছিলেন, সেপ্টেম্বরের মধ্যেই শিশুদের উপর কোভ্যাক্সিনের ট্রায়াল পর্ব শেষ হইবে। সে ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর থেকেই ভ্যাকসিনেশন শুরু হওয়ার কথা। আর এবার খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য আরও আশা বাড়াইল বলিয়াই মনে করিতেছেন চিকিৎসকরা। কিছুদিন আগেই দ্য ল্যানসেটে গবেষণায় জানা যায়, ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে করোনা সংক্রমণের সম্ভাবনা রহিয়াছে ১৮ থেকে ৩০ শতাংশ। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে এইমস-এর ডিরেক্টর জানান, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্কুল খুলিলে তাহারা যদি সেখান থেকে করোনায় আক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে তাহাদের শরীরে হয়তো করোনার মৃদু উপসর্গ দেখা যাইবে। কিন্তু বাড়িতে আসিয়া তাহারা সংক্রমণ ছড়াইয়া দিতে পারে দাদু-ঠাকুমাকে, যাহা তাঁহাদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হইতে পারে। " প্রসঙ্গত, শীতকালে করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়্যান্ট থাবা বসাইতে পারে, গোটা বিশ্বকে এমনই সতর্কবার্তা দিলেন ফ্রান্সের গবেষক।

করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়াইয়া পড়িবার আগে শিশুদের টিকা করন ভ্যাকসিনেশন করা সম্ভব হইলে তাহাদের মধ্যে করোণা ছড়াইয়া পরিবার আশঙ্কা অনেকটাই কমিয়া যাইবে। শিশুদের টিকা করন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। কেননা শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অতি দ্রুত যেভাবে শিশুদের জন্য ভ্যাকসিন প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। প্রজন্মকে সুরক্ষিত করিবার ক্ষেত্রে এই ধরনের পদক্ষেপ যথেষ্ট ইতিবাচক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের কাছে শ্রদ্ধার ও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মাধ্যমিকের মত উচ্চমাধ্যমিকেও ১০০শতাংশ পাশ করানোর সিদ্ধান্ত সংসদের

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.): ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের ফল। চলতি বছর মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করা হলেও মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয় রেজাল্ট। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর থেকেই পাস করানোর দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিভিন্ন স্কুল। এরই মাঝে মঙ্গলবার মাধ্যমিকের মত উচ্চমাধ্যমিকেও ১০০শতাংশ পাশ করানোর সিদ্ধান্ত সংসদের।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয় উচ্চ মাধ্যমিকের ফল। এবার উচ্চমাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ১৯ হাজার ২০২জন। তার মধ্যে চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার ৯৭.৬৯ শতাশ। তাই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বের হতেই বিভিন্ন স্কুলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে পরীক্ষার্থীরা। এই পরিস্থিতির মাঝেই বিক্ষোভের জেরে মাধ্যমিকের মত উচ্চ মাধ্যমিকেও শুরু হল একশো শতাংশ পাশ করানোর প্রক্রিয়া। এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি মহুয়া দাসের সঙ্গে বৈঠকের পর জানানো হয় সমস্ত ফেল করা ছাত্র ছাত্রীকে পাশ করিয়ে দেওয়া হবে।

উচ্চ মাধ্যমিকে ফেলের দায় নিয়ে স্কুলগুলিকে মুচলেকা দেওয়ার নির্দেশ, বিতর্কে সংসদ

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বিভ্রাটের ঘটনায় স্কুলের উপরেই দায় চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার নবান্নের নির্দেশে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠক করেন সংসদ সভাপতি মহুয়া দাস। বৈঠক শেষে মহুয়া জানান, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে। বিক্ষোভের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

তবে এর মধ্যেই জানা গিয়েছে, ফল বিভ্রাটের ঘটনায় স্কুলগুলির উপরেই দায় চাপিয়েছে সংসদ। স্কুলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংসদে একটি মুচলেকা পাঠিয়ে নিজেদের দোষ স্বীকার করতে। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে অনেক স্কুল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংসদ যে মুচলেকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, তাতে লেখা ফল বিভ্রাটের দায় স্কুলের। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এসআই অফিসে ডেকে পাঠানো হয়। যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের হাতে এই মুচলেকার বয়ান ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাতে লেখা রয়েছে, কোভিড পরিস্থিতির কারণে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ নম্বর সংসদে পাঠানো হয়েছে। তার ফলেই তারা অকৃতকার্য হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের নম্বর সংশোধন করে সাত দিনের মধ্যে নতুন মার্কশিট নিয়ে যাওয়ার কথাও জানানো হয়েছে সেই মুচলেকায়। সংসদের এই পদক্ষেপের পরেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, সংসদের নিয়ম মেনেই ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল পাঠিয়েছিলেন তাঁরা। বাকি কাজ করেছে সংসদ। সেখানে তাঁদের কোনও হাত নেই। তাই ছাত্রছাত্রীদের ফেল করার ঘটনায় স্কুলের উপরে দায় চাপানো ঠিক নয়।

কোভিড নিয়ে প্রশ্ন ও সংশয় রয়েই গেল

আশীষ কুন্ডু

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এখন ভাটার টানে। তৃতীয় ঢেউ আসবেই, এই ভবিষৎবাণী শুনিয়ে বেশ একটা আত্মপ্রসার অনুভব করতে সবাই ব্যস্ত।

স্পেনের সুপ্রিমকোর্ট এদিকে রায় দিয়ে বসে আছে দু'হাজার কুড়ির লকডাউন নাকি অবৈধ ছিল। বৈপরীত্য নিয়েই জীবনতরী চলে। তাই যত মত তত পথ এই আপ্তবাক্য মেনে নিয়েছি। ইউরো কাপের ফাইনাল ম্যাচ যখন পঞ্চাশ হাজার দর্শক ও ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে হতে পারে, ওয়ার্ড হেল্থ অর্গানানেজশন এর কোভিড প্রটোকলের তোয়াক্কা না করে, তখন আমরা এই ছাপোষ্য মানুষের দল, যারা তৃতীয় বিশ্বের অবাঞ্ছিত নাগরিক, তাদের মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কি করার থাকতে পারে।

তবু মানুষের মন তো, তাই প্রশ্ন ওঠে মনে বিক্ষিপ্ত বাবে, সিস্টেমের দ্বিচারিতায়। আমাদের দেশের কিষাণ আন্দোলন বেশ কয়েক মাস ধরে চলছে, অবস্থান চলছে, রাস্তা জুড়ে এবং যথারীতি কোভিড প্রটোকলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মাস্ক ছাড়াই সামাজিক দূরত্ববিধি না মেনে। এ ব্যাপারে আমাদের আদালত, যত দূর জানি, কোনো টিপ্পনী করেনি। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এর সমর্থন করছে। কিষাণ আন্দোলনের ইস্যু নিয়ে এই নিবন্ধে কিছু বলবো না, কিন্তু এর তুলনা যখন কুম্ভমেলার জমায়েতের সঙ্গে করি, তখন একটু আশ্চর্য লাগে। সবাই একযোগে বলতে শুরু করলো, কুম্ভমেলা করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের অন্যতম কারণ, কিন্তু মাসের পর মাস চলে আসা কৃষক আন্দোলন নয়। অবার যখন বিধানসভা ভোটের প্রচারে এসে তাবড় নেতারা, রাজনীতির রঙ নির্বিশেষে, করোনাবিধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে নির্বাচন প্রচার সারলেন, রবারের মতো টেনে টেনে একমাস ধরে ভোট প্রক্রিয়া চালালেন নির্বাচন কমিশন করন সব পক্ষই কার্যত রোগের ব্যাপারটা পুরোপুরি যেন ভুলে গেলেন।

সম্প্রতি কার যাত্রা বা শিবের মাথায় জল ঢালার যাত্রা নিয়ে, রথযাত্রা নিয়ে নানারকম বিধিনিষেধ করা রয়েছে কোভিডের কারণেই অথচ ভিন্ন ধর্মের উৎসবে নিয়মে ঢিলেমি করা হলো। ক্রিকেট উৎসবে নিয়মে নিয়মে ঢিলেমি করা হলো। ক্রিকেট উৎসব চলছে, অথচ স্কুলক কলেজ চলছে না। লোকাল ট্রেন চলছে না, অথচ মেট্রো শহরে বাস গাদাগাদি করে লোকে যাতায়াত করছে, অবশ্যই প্রয়োজনের তাগিদে তবু বলতেই হয় কি বৈপরীতা, একটার সঙ্গে একটার। এ যেমন একটা দিক, তেমনই প্রশ্ন জাগে মনে- কেন কোভিজ মৃত মানুষের অটোপসি হয় না? চিকিৎসকদের একাংশের প্রবলদাবি সত্ত্বের এতে তো করোনা নিয়ে একটা যে প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব আছে, এটা ভাইরাসজনিত না ব্যাকটেরিয়া ঘটিত এটাই পূর্ণচ্ছেদ পড়তো, ভ্যাকসিন কতটা কার্যকরী? কতদিনের জন্য ইমিউনিটি দেবে? নাকি দফায় দফায় আমাদের আজীবন টিকা নিয়ে যেতে হবে। দু'ডিজি বা মডিফায়েড গ্লুকোজ নিয় খুব হৈচৈ হলো, ডিআরডিও এই ওষুধ নাকি বের করে ফেলেছে, তাবি করা হোলো এতে অল্প সময়েই করোনায় মাঝারি এবং স্বপ্ন সংক্রমিত মানুষজন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন। দাবও খুব সীমিত। এতে নার্কি করোনা ভাইরাস খুব তাড়াতাড়ি এটা আবসর্ভ করে ভেলে, কিন্তু সংক্রমণ ও বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় এনার্জি না পাবার দরুন, খুব তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে এটার প্রয়োগ কেন হচ্ছে? হলেও সেই ব্যাপারে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না কেন? এর বর্তমান স্ট্যাটাস কি? আরো শোনা যাচ্ছে, এটা ক্যানাসার সেলের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হতে পারে। অনেক বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, রাষ্ট্রপ্রধান এবং মহারথীরা ক্রমাগত দাবি করে আসছেন, এই ভাইরাস মনুষ্যনির্মিত। তাহলে, যে উহান ল্যাব, এর উৎস সেখানে যথায়ত তদন্ত করা হচ্ছে না কেন? কেন ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশন এই বিষয়ে শ্বেতপত্র জারি করছে না? করোনার ভারিয়েন্ট হিসেবে নিত্যনতুন অবতারের নাম উছে আসছে। এই ভ্যারিয়েন্টগুলোর উপর আমরা মূলত যে দুটো ভ্যাকসিন নিচ্ছি ভারতে, অর্থার কোভ্যাক্সিন আর কোভিশিল্ড কতটা কার্যকরী? মাঝে খবরে জানা গেল জলাশয় নদীতে নাকি করোনা ভাইরাস পাওয়া গেছে। তাহলে এই ভাইরাস কি জলবাহিত? কিছু চিকিৎসক তো চ্যানেলের মাধ্যমে জানিয়েছেন, এই ভাইরাস বায়ুবাহিত। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, আমারা সবাই এক বিষম ধন্ধের মধ্যে পড়ে আছি। কোভিডের পরবর্তীতে ফ্যাগাল ইনফেকশন এর কথা শোনা গেলো, ব্লাক ফাংগাস, হোয়াইট ফাংগাস এবং অন্যান্য রঙের ফাংগাস। এগুলো অনেকের প্রাণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হানি করেছে। এই মুহূর্তে ততটা শোনা যাচ্ছে না। এর প্রকৃত কারণ নিয়ে বিভিন্ন ডাক্তারের বিভিন্ন রায় শোনা গেছে। হার্ড ইমিউনিটির কথা শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ওটা হলেই নাকি আমরা ইমিউনিটি পেয়ে যাবো। কতগুলো প্রাণের বিনিময়ে আমরা হার্ড ইমিউনিটি পেয়ে যাবো, এবং সেটা কতদিনে? কতজন সংক্রমিত হলে এটা পাওয়া যাবে? এই নিয়েও ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। এত প্রশ্ন এত সংশয়, এক আশঙ্কা এত ভয় নিয়ে বাঁচতে মানুষকে বহুদিন দেখা যায়নি। অর্থনীতি ধসে পড়েছে, মূল্যবৃদ্ধি বেলাগাম, বেকারত্বজনিত সমস্যা বেড়েই চলেছে। আমরা কোন পথে চলেছি, যেন অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ, ওপারে আলোর দিশা আছে বিনা জানিনা, জানিনা এই সুড়ঙ্গপথে কত অজানা বিপদ লুকিয়ে আছে। প্রাণ হাতে কয়ে চলেছি আমরা অনির্দিষ্ট পথে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র বিস্মৃতির পথে প্রদীপ্ত এক নাম

শান্তনু রায়

১৯৪৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর। গণপরিষদের অধিবেশনে স্বাধীন দেশের জাতীয় বাষা কী হবে তা নিয়ে জোরদার বিতর্ক চলছে। অংশগ্রহণ করে অন্যান্য সদস্যরা যখন হিন্দি কিংবা ইংরেজির পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করছেন তখন 'পণ্ডিত' অভিধাপ্রাপ্ত জনৈকি বঙ্গভাষী মাননীয় সদস্য তাঁর দীর্ঘ ভাষণে সংস্কৃতকেও ভারতের জাতীয় ভাষার মর্যাদাদানের জন্য জোরদার সওয়াল করছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সংস্কৃত মোটেই 'মৃত' ভাষা নয়, বিশ্বের প্রাচীনতম এবং ঐশ্বর্যশালী এ ভাষা। ভারতবর্ষের ঐক্য নিহিত আছে এ ভাষার মধ্যেই।

এ ভাষণের মাঝেই জনৈকি সদস্য তাঁকে কটাক্ষ করে বললেন---আপনি এখানে সংস্কৃতে ভাষণ দিতে পারবেন যা বুঝতে কারোর অসুবিধে হবে না? এই কটাক্ষে ক্ষণিক থেমে আমি এখানে আমার সংস্কৃত জ্ঞানের প্রদর্শন করতে আসিনি বলেও কাব্য সাংখ্য তীর্থ অসাধারণ এই বাগ্মী পণ্ডিত আবার শুরু করলেন বক্তৃতা, এবার সংস্কৃতে এবং শেষ করলেন সংস্কৃতেই। উল্লেখ্য সে সংবিধান সভায় তিনি একমাত্র সদস্য যিনি সংস্কৃতের পক্ষে যুদ্ধে নেমেছিলেন।

বলা বাহুল্য, জাতীয় ভাষার স্বীকৃতির প্রশ্নে তাঁর এ অভিমত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পায়নি। কিন্তু সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ দর্সনের কৃতী ছাত্রে দীর্ঘদিনের। কৃতিত্বের সঙ্গে আইনের বি এস ডিগ্রিও লাভ করলেও তিনি ভারতীয় দর্শন গভীরভাবে অধ্যায়ন ও অনুধ্যানের লক্ষ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যায়নে মনোযোগী হয়েছিলেন। সংস্কৃতে ডিগ্রি লাবের জন্য কাব্য, সাংখ্য ও তীর্থ---এই তিনটি ধাপের বাৎসরিক পরীক্ষার মধ্যে, প্রস্তুতি নিয়ে অনায়াসে কাব্য পাশেণ পর এক বছর সময় বাঁচাতে সাংখ্য ও তীর্থ এর পরীক্ষা একই সঙ্গে দিলেন, ছাত্রে আত্মবিশ্বাসে মুগ্ধ শিক্ষাব্রর্তী ও ছাত্রদরদী উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে, সাফল্যের সঙ্গে পাশও করে গেলেন। এমএবিএল এর পরিচয়ের অন্তে যুক্ত হল কাব্য সাংখ্য তীর্থ।

তিনি হলেন অধুনা ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বা বিশেষ গণ্ডীর বাইরে প্রায় বিস্মৃতি পণ্ডিত পক্ষ্মীকাণ্ড মৈত্র। জন্ম অধুনা বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে ১৮৯৫-এ । ঢাকা গভর্নমেন্ট কলেজে শিক্ষা সমাপান্তে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন লক্ষ্মীকাণ্ড মৈত্র । আবাসস্থল পরিবর্তিত হয় এ বঙ্গের নদিয়ার শান্তিপুরে---ইতিমধ্যে সেখানে নির্মিত হয় পিতার উদ্যোগে নতুন বাটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর শ্রীমৈত্র কৃতিত্বের সঙ্গে আইনের বিএল ডিগ্রিও লাভ করেন।

এরপর জীবিকার প্রয়োজনে আইনজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করলেন ফেডারেল কোর্টে, পরে সুপ্রিম কোর্টে। কৃতী আইনজীবী হলেও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য ছড়াও ভারতীয় দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংবিধান এবং সমাজ সংস্কৃতি ও বিবিধ বিষয়ে তাঁর ছিল অনায়াস বিচরণ। বহুমুখী প্রতিভার এবং বিবিধ বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী শ্রীমৈত্রকে সম্মানপূর্বক 'পণ্ডিত' অভিধা জ্ঞাপন করা হয়। মদনমোহন মালাবোর মতো অসাধারণ বাল্মী লক্ষ্মীকাণ্ড মৈত্র সংসদে অনেকবার ভক্তৃতা দিয়েছেন ১৯৯৫এর তাঁর জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত তাঁর কিছু বক্তৃতার সংকল নামক গ্রন্থের মুখপত্রে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র পণ্ডিত মৈত্রে অসাধাণর বাগ্মিতাকে যথাতই উল্লেখ করেছেন সদাসি বাকপটুতা হিসেবে। বিধাতাপুরুষ তাঁর জন্য বোধকরি অন্যপথ নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। জীবিকার চেয়ে জীবন বড়। দেশমাতৃকার ডাককে অগ্রাহ্য করতে পারেনা সংবেদনশীল সে জীবন। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সে সময় উত্তাল করে তুলেছিল সমগ্র দেশকে যার অভিঘাত আইনজীবী শ্রীমৈত্রকেও চঞ্চল করে তুলল---মনে সঞ্চারিত হল নতুন এক উদ্দীপনা। সে ডাকে হয়ত তাঁর জীবনের অভিমুখই পরিবর্তিত হয়ে গেল সম্পূর্ণভাবে। মহাত্মার ডাকে সাড়া দিয়ে আইনজীবীর পেশা ত্যাগ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে ফিরে এলেন শান্তিপুরে। জীবন এখন থেকেই যেন মোড় নিল অন্যদিকে। পৈত্রিক বসত বাটিতে স্থাপন করলেন। শিল্পাশ্রম। কিন্তু চৌরিচেরায় এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মাজির হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারে বিভ্রান্ত দেশ বিক্ষুক অনেক মানুষ। কিন্তু এতসত্ত্বেও রাজনীতির আঙিনা ত্যাগ করে আইন পেশায় আর ফেরেননি শ্রীমৈত্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ পার্টি গঠন করলে সেই দলে যোগ দিলেন। সাম্প্রদায়িক ভাহবাঁটোয়ারা প্রস্তাবে কংগ্রেসের মনোভাবে বিরক্ত মদনমোহন মালব্য প্রমুখেরা কংগ্রেস জাতীয় দল নামে একটি উপদল বা গোষ্ঠীগঠন করলে মৈত্রমহাশয় তাতে যোগদান করেন।

১৯৩৪-এ প্রেসিডেন্সি ডিভিশন কেন্দ্র থেকে নির্বাচন কংগ্রেস জাতীয় দলের প্রার্থী হিসেবে কংগ্রেসের সরকারি প্রার্থী কৃষনগরের অধিবাসী সুভাষচন্দ্রর বাল্যবন্ধু ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী হেমন্ত সরকারকে পরাজিত করে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য হওয়া নিয়ে লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য। আবার ১৯৪৬-এ শরৎচন্দ্র বসু জয়ী হয়েও পরে পদত্যাগ করলে সেই কলকাতা আসনে পণ্ডিত মৈত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়যুক্ত হন। পরে গণপরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে সংবিধান রচনা কমিটিরও সদস্য হন।

কংগ্রেস দলের মধ্যে সুভাষবিরোধী গোষ্ঠীর সমালোচক ছিলেন তিনি সুভাষচন্দ্রের প্রতি ছিল তাঁর সমর্থন, সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের পরও তিনি কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন তাঁর সমর্থক। নবগঠিত দলের নাম ফারওয়ার্ড ব্লক রাখা হয়েছিল তাঁরই পরামর্শে।

প্রসঙ্গত দেশভাগের সময় ব্যাডক্লিফের রোয়েদাদে প্রাথমিকবাবে নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও কৃষ্ণগনর সহ নদিয়া জেলার একাংশ পূর্ব পাকিস্তানে পড়েছিল এবং দিন তিনকে ওই অঞ্চলে পাকিস্তানের পতাকা উড়ছিল অধিবাসীদের মধ্যে জেগেছিল এক উৎকণ্ঠা, অনিশ্ছয়তা। তখন শ্রীমৈত্র পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে দরবার করে ওই অঞ্চলকে ভারতের মধ্যে ফিরিয়ে আনেন। তখন এতদঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে আবার স্বাধীনতার আনন্দ ফিরে আসে।

১৯৫২-য় স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে তিনি নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন সেই হেমন্ত সরকারকে পরাজিত করে। কংগ্রেস দলের সাংসদ হয়েও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর নীতির সমালোচনা করতে পিছপা হয়নি স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টবাদী এই মানুষটি। ওই লোকসভার এই রাজ্য থেকে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন একদা হিন্দু মহাসভার পদাধিকারী ওপরে জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলার আর এক কৃতী সন্তান রাজনীতির আঙিনায় কিঞ্চিৎ বিতর্কিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেস দলের সদস্য এবং সাংসদ হলেও পণ্ডিত মৈত্রর হার্দিক সম্পর্ক ছিল তাঁর সঙ্গে। নেহরুর উদ্বাস্তু নীতির কঠোর সমালোচক পণ্ডিত মৈত্র মেনে নিতে পারেননি অসহায় উদ্বাস্তুদের অন্যায় অবিচার অবহেলা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত শরণার্থীদের আশ্রয়ের আশায় প্রবল স্রোতের মতো এদেশে আগমনেও নেহরু সরকারের উদাসীন ও সহানুভূতিহীনতার প্রতিবাদে বারংবার সংসদে মুখর হয়েছেন তিনি। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই সেদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্রীয় মদতেই যে অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে একথা সাংসদে তিনি কম্বুকণ্ঠে বারবার তুলে ধরেছেন। সংসদে তাঁর শেষ বক্তৃতায়ও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তাদের কথা তুলে ধরেছিলেন উদাসীন নেহরুর উপস্থিতিতেই যা স্বাভাবিকভাবেই খুশি করেনি মধ্যরাতের ভাষণে দেওয়া প্রতিশ্রুতিরক্ষায় অনিচ্ছুক পণ্ডিতজিকে। প্রসঙ্গাত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে অপর কম্বুকাণ্ডে প্রতিবাদকারী তাঁর ঘনিষ্ঠ মিত্র ভিন্নদলের সাংসদ নেহরু লিয়াকত চুক্তির প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগকারী শ্যামাপ্রসাদেরক বক্তৃব্যের খুব একটা পার্থক্য ছিল না। তবে তখনও 'হাইকম্যান্ড' ও পরিবার সংস্কৃতি কংগ্রেসী রাজনীতিতে চালু হয়নি এও ঘটনা (সাম্প্রতিককালে বিজেপি দলও অবশ্য যে সংস্কৃতিতে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন)।

ঘটনাচক্রে দুই বছর হয়ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ও বাঙালি শরণার্থীদের দূর্দশার কথা সংসদে বলিষ্ঠ বক্তৃবোর মাধ্যমে বজ্রকণ্ঠে দিল্লির কানে পৌঁছে দিতে বাংলা থেকে শেষ দুই বিশ্বস্ত প্রতিনিধির মহাপ্রমাণ ঘটল, কারণ ভিন্ন হলেও, একই বছর ১৯৫৩-য় মাত্র এক মাসের ব্যবধানে। কাশ্মীরে বন্দি অবস্থায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় ২৩ জুন আকস্মিক তিরোধান শ্যামাপ্রসাদের। অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে চিরবিদায় জ্ঞাপন করতে শ্যামাপ্রসাদের কলকাতার বাসভবনে এসে পণ্ডিত মৈত্র মরদেহের সামনে প্রবল শোকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর তিনি নিজেই প্রয়াত হলেন এক মাসের উপান্তে ২৫ জুলাই। এ বঙ্গ ও বাঙঅলি হারালো আরও এক প্রকৃত হিতৈষী অভিভাবককে। যদিও আজকের সময়ে বাঙালির জনপরিসরে তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মৃতপ্রায়। প্রসঙ্গত কলকাতার উচ্চন্যায়লয়ের বিশিষ্ট আইনজীবী, বিশিষ্ট রাজনীতিরক দু'বারের প্রাক্তন মন্ত্রী একদা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা, যদিও জীবনের শেষপাদে সক্রিয় রাজনীতির আঙিনা থেকে দূরবর্তী এবং 'মার্কসবাদ লেনিবাদ তত্ত্বেও প্রয়োগ রাজনীতি বিপ্লব কুটনীতি এবং গণতন্ত্র মুখোস ও মুখশ্রী গ্রন্থের প্রণেতা গত আগস্টে প্রয়াত এক বর্ণময় জীবনের অধিকারী কাশীকান্ত মৈত্র এবং বছর পাঁচ আগে অকালপ্রয়াত বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবা অন্তপ্রাণ ডা. সুব্রত মৈত্র যথাক্রমে পণ্ডিত মৈত্রর সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্র।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিজেপি এসসি মোর্চার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি পোস্ট করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

দিনভর ব্যস্ততা, আগেভাগেই দিল্লিতে জোটের সলতে পাকানোর কাজ মমতার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.) : মঙ্গলবার দিনভর ব্যস্ততার মধ্যেই দিল্লিতে জোটের সলতে পাকানোর কাজ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার এবারের লক্ষ্য ২০২৪-এর জন্য বিজেপিকে পরাস্ত করা বা চ্যালেঞ্জ জানানোর মত বিরোধী জোট তৈরি করা। তাই দিল্লি এসেছেন তাঁর ২০১৯ যেটার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন মমতা। তবে এবার হাতে রয়েছে আর আড়াই বছর। তাই, আশা ছাড়তে রাজি নন। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর সন্ধ্যায় মমতা বৈঠক করেন কংগ্রেসের অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির সঙ্গে। সিঙ্ঘভি তৃণমূলের হয়ে আদালতে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি মামলা লড়েছেন। মমতার সঙ্গে তাঁর বৈঠকেও তাই নজর ছিল রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে মমতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কমল নাথ ও রাজ্যসভার সাংসদ আনন্দ শর্মা।

সোমবার থেকেই কাজ শুরু করেছেন মমতা। রাতেই জৈন হাওয়ালা কাণ্ড প্রকাশ্যে এনেছিলেন যে সাংবাদিক, তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা। ১৯৯৬ সালের জৈন হাওয়ালা কাণ্ডের চার্জশিটে নামছিল রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরেরও। সোমবার দিল্লিতে পৌঁছেই ওই সাংবাদিকের মমতার সাক্ষাৎ নিয়ে তাই তৈরি হয়েছে জল্পনা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অসম : ট্র্যাক উপড়ে মিজোরামের বিরুদ্ধে অনির্দিষ্টকালের রেল অবরোধ হাইলাকান্দিতে

হাইলাকান্দি (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : রেলওয়ে ট্র্যাক উপড়ে ফেলে অনির্দিষ্টকালের রেল অবরোধ শুরু হাইলাকান্দিতে। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি, রাইজর দল সহ অন্যান্য সংগঠন অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল অবরোধে নেমেছে হাইলাকান্দি জেলার মহম্মদপুর রেল স্টেশনে। হয়েছে জাতীয় সড়ক অবরোধও। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

সীমা বিবাদকে কেন্দ্র করে অসম-মিজোরাম সীমান্তের কাছাড় জেলার লায়লাপুরে মিজো দুষ্কৃতকারী সহ পুলিশের গুলিতে হাইলাকান্দির জওয়ানও শহিদ হয়েছেন। মিজোরামের এই বর্বরতার প্রতিবাদে মঙ্গলবার গোটা দিন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি এবং রাইজর দলের কর্মীরা। রাজনৈতিক দল রাইজর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্করের নেতৃত্বে উভয় সংগঠনের শতাধিক কর্মী সহ স্থানীয় নাগরিকরা এদিন সকাল থেকেই ধলেশ্বরী-ভৈরবী ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের কৃষ্ণপুরে অবরোধ গড়ে তুলেন। মূলত, মিজোরামগামী পণ্য ও যাত্রীবাহী গাড়ি আটকাতেই এই সড়ক অবরোধ সৃষ্টি করা হয়। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী তথা মিজো সরকারের বিরুদ্ধে মুহুর্মুহু স্লোগান দিয়ে বাতাস ভারি করেন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি ও রাইজর দলের কর্মী সহ জনতা।

এদিকে, মিজো দুষ্কৃতকারী সহ পুলিশের গুলিতে হাইলাকান্দির জওয়ানও শহিদ হয়েছেন। মিজোরামের এই বর্বরতার প্রতিবাদে মঙ্গলবার গোটা দিন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি এবং রাইজর দলের কর্মীরা। রাজনৈতিক দল রাইজর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্করের নেতৃত্বে উভয় সংগঠনের শতাধিক কর্মী সহ স্থানীয় নাগরিকরা এদিন সকাল থেকেই ধলেশ্বরী-ভৈরবী ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের কৃষ্ণপুরে অবরোধ গড়ে তুলেন। মূলত, মিজোরামগামী পণ্য ও যাত্রীবাহী গাড়ি আটকাতেই এই সড়ক অবরোধ সৃষ্টি করা হয়। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী তথা মিজো সরকারের বিরুদ্ধে মুহুর্মুহু স্লোগান দিয়ে বাতাস ভারি করেন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি ও রাইজর দলের কর্মী সহ জনতা।

রাইজর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে অসম সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বলেন, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে অসম-মিজোরাম সীমান্তে জমি বিবাদ চলছে। কিন্তু অসমের কোনও সরকারই জমি বিবাদের সমস্যা সমাধানে আগ্রহ দেখায়নি। ফলস্বরূপ, গতকাল সোমবার এই বর্বরচিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তিনি শহিদ প্রত্যেক পরিবারকে এককালীন ৫০ লক্ষ টাকা সরকারি আর্থিক সহায়তা ও তাঁদের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দিতে অসম সরকারের কাছে দাবি জানান। তবে শান্তিপূর্ণভাবে এদিনের জাতীয় সড়ক অবরোধে পুলিশ উপস্থিত হলেও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়নি।

এদিকে, জাতীয় সড়ক অবরোধ করার পাশাপাশি রেল সড়ক অবরোধ সৃষ্টি করা হয় উভয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। মিজোরামের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা হয় কাটাখাল-ভৈরবী রেল লাইনের ট্র্যাক উপড়ে ফেলে। ক্ষুব্ধ ওই দুই সংগঠন সহ স্থানীয় জনতা মোহাম্মদপুর রেল স্টেশনে গিয়ে রেলের ট্র্যাক উঠিয়ে নেয় তারা। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা তথা রাইজর দলের সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর জানিয়েছেন, রেলের ট্র্যাক সরিয়ে নিয়ে তারা মিজোরামের বিরুদ্ধে অনির্দিষ্টকালের অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র কাটাখাল-ভৈরবী রেল রুটেই মিজোরামের খাদ্য সামগ্রী নিয়ে পণ্যবাহী ট্রেন (গুডস ট্রেন) যাওয়া আসা করে। এবার রেলে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে মিজোরামকে মোক্ষম জবাব দিতেই রেল লাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে, জানিয়েছেন জহির উদ্দিন লস্কর।

বিগত ৩ বছরে মাও-উপদ্রব কমেছে দেশে, লোকসভায় জানালেন নিত্যানন্দ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): বিগত ৩ বছরে দেশে মাওবাদীদের উপদ্রব কমেছে অনেকটাই। মঙ্গলবার লোকসভায় জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। মাও-তাণ্ডবের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে ছত্তিশগড়, তারপর ঝাড়খন্ড। ২০১৮ সালে দেশে মাওবাদীদের তান্ডবে মৃত্যু হয়েছিল ২৪০ জনের, ২০১৯ সালে সেই সংখ্যা ছিল ২০২ এবং ২০২০ সালে সেই সংখ্যা ১৮৩-তে এসে পৌঁছেছে।

২০২০ সালে ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের হিংসায় ১১১ জনের মৃত্যু হয়েছে, ঝাড়খণ্ডে ৩৯ জনের, ওড়িশায় ৯ জনের, বিহারে ৮ জনের, মহারাষ্ট্রে ৮ জনের, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪ জনের, মধ্যপ্রদেশে দু'জনের ও তেলেঙ্গানায় দু'জনের। ২০২০ সালে মোট মাওবাদী হিংসার ঘটনা ঘটেছে ৬৬৫।

ইদের পরই আরও ঊর্ধমুখী করোনা সংক্রমণ, মৃত্যুতেও রেকর্ড করেছে বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : বাংলাদেশে ইদের পর থেকেই হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে করোনা সংক্রমণ।মৃত্যুতেও রেকর্ড করেছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেন, 'প্রত্যেককে কোভিড বিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা চাই না আর রোগীর সংখ্যা বাড়ুক। আমাদের সংক্রমণ কমাতেই হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে এ কথা বলেছেন তিনি।

করোনা সংক্রমণের বৃদ্ধি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে মালিক বলেন, 'এ ভাবে যদি সংক্রমণ বাড়তে থাকে তাহলে হাসপাতালগুলিতে আর কোনও জায়গাই ফাঁকা থাকবে না।' তিনি আরও বলেন, 'করোনা পরিস্থিতি যদি নিয়ন্ত্রণে আনা না যায়, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধাক্কা খাবে, সেটা আমরা চাই না। তাই স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।' বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে ১০০০ বেডের ফিল্ড হাসপাতাল চালু হচ্ছে, যেখানে ২০০টি বেড থাকবে আইসিইউ হিসেবে। কঠোর বিধিনিষেধ জারি থাকার পরও দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রেকর্ড তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। সোমবারের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৪ ঘণ্টায় সেখানে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ। অন্যদিকে, সংক্রমণে একদিনেই মৃত্যু হয়েছে ২৪৭ জনের। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অসম : কোভিড মোকাবিলায় সিএম রিলিফ ফান্ডে ৮৬,০৮০ টাকা কাছাড় জেলার পঞ্চায়েত ক্যাজুয়েল কর্মচারীদের

কালাইন (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড মোট ৮৬, ০৮০ টাকা সাহায্য দিলেন কাছাড় জেলার নিউলি রেগুলারাইজড পঞ্চায়েত ক্যাজুয়েল কর্মচারীরা। আজ মঙ্গলবার সারা অসম পঞ্চায়েত ক্যাজুয়েল কর্মচারী সংস্থার কাছাড় জেলা কমিটির তরফে এই অর্থ রাশি সিএম রিলিফ ফান্ডের ৩৫৯৬৯৬৬০২৩০ অ্যাকাউন্ট নম্বরে শিলচর এসবিআই ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়।

সংস্থার কাছাড় জেলা কমিটির সম্পাদক তাজ উদ্দিন চৌধুরী জানান, কোভিড-১৯-এর পরিস্থিতি মোকাবিলায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং কাছাড় জেলা পরিষদের সিইও অ্যালডেড এল ফাইরিম-এর আহ্বানে জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদ অফিসে কর্মরত প্রত্যেক ট্যাক্স কালেক্টর, জুনিওর অ্যাসিস্টেন্ট ও ৬২০ টাকা করে সাহায্য প্রদান করেছেন। তবে ২২ জন কর্মচারী এতে সাহায্য প্রদান করেননি। তিনি বলেন, কোভিড অতিমারি মোকাবিলায় তাঁদের এই যৎসামান্য অর্থরাশি কিছুটা হলেও সরকারের সাহায্য হবে। এছাড়া পরবর্তীতেও যে কোনও রকমের দুর্যোগে মোকাবিলা করতে তাঁরা সরকারের পাশে থাকবেন বলে জানিয়েছেন তাজ উদ্দিন চৌধুরী।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানে মোটেও প্রস্তুত না মোদীজি : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর মতে, দেশে একনায়কতন্ত্র বিরাজমান। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানে মোটেও প্রস্তুত না মোদীজি। মঙ্গলবার সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'আমার আলোচনা জন্য প্রস্তুত রয়েছি। সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা উচিত সরকারের....।'পেগাসাস প্রসঙ্গে মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, 'আইটি আইন অনুযায়ী নজরদারির জন্য অনুমতি প্রয়োজন। এই সরকার অনুমতি দিয়েছে (পেগাসাসের মাধ্যমে স্নপিং) এবং বিচারপতি, সেনা অফিসার, সাংবাদিক ও বিরোধী নেতাদের স্নুপিঙয়ে লিপ্ত হয়েছে। বিশ্বের কোনও গণতন্ত্র এমনটা করবে না।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শ্রীনগরের উপকণ্ঠে গুলিবিদ্ধ হয়ে যুবকের মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

শ্রীনগর, ২৭ জুলাই (হি.স.): শ্রীনগরের উপকণ্ঠে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল একজন যুবকের। শ্রীনগরের উপকণ্ঠে নওয়া কাদাল এলাকার ঘটনা। মৃত যুবকের নাম-মীরন আলী পাঠান। তার বাড়ি সাফা কাদাল এলাকায়। মৃত যুবক একজন বডিবিল্ডার ও সামাজিক মাধ্যমে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরেই এই খুন।

পুলিশ সূত্রের খবর, বেলা তখন ১১.৩০ মিনিট হবে, বুলবুল লাঙ্কের এলাকায় একজন যুবক গুলিবিদ্ধ হন, তাঁকে উদ্ধার করে হাপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ হামলাকারীদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে।

কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটেই, রয়েছেন লাইফ সাপোর্টে

লখনউ, ২৭ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থা এখনও সঙ্কটেই। ৮৯ বছর বয়সী কল্যাণ সিং লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে রয়েছেন। মঙ্গলবার লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস-এর পক্ষ থেকে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থা এখনও সঙ্কটেই। লাইফ সেভিং সাপোর্টে রয়েছেন তিনি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা প্রতিনিয়ত তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন।

৮৯ বছর বয়সী রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল কল্যাণ সিং গত ৪ জুলাই থেকে লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস-এ চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সর্বদা তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রয়েছে চিকিৎসকদের। মঙ্গলবার কল্যাণ সিংকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রবীণ বিজেপি নেতার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন যোগী।

অসম : আন্তঃরাজ্য সীমা বিবাদের স্থায়ী নিষ্পত্তিতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি নিয়োগ জরুরি, মনে করেন মিশন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : মিজো তাণ্ডবে অসম পুলিশের পাঁচ কর্মীর শহিদ হওয়ার ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস। অনাকাঙ্ক্ষিত রক্তক্ষয়ী এই ঘটনার তীব্র ভাষায় নিন্দাও জানান তিনি। সীমা বিবাদের স্থায়ী নিষ্পত্তি করতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি বলেও মনে করেন মিশন দাস।

শহিদ পুলিশ কর্মীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানান মিশন। সেই সঙ্গে শহিদ পুলিশ কর্মীদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন তিনি। লায়লাপুরে গতকাল সংঘটিত ঘটনার সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নিতে আজ মঙ্গলবার সকালে মুখ্যরমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা শিলচর এসেছেন। করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শিলচর ছুঁটে যান। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জঘন্য এই ঘটনার সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলীয় দুই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ও বিজয় মালাকার। শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, জেলা এসসি বোর্ডের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস, জেলা বিজেপির উপ-সভাপতি অমরেশ রায়, সাধারণ সম্পাদক দিলীপ দাস। শহিদ পুলিশ কর্মীদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি মেডিক্যালে গিয়ে আহতদের খোঁজখবর নেন প্রতিনিধি দলের সকলে। জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, আন্তঃরাজ্য সীমান্তের লায়লাপুরে সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাজ্যল পুলিশের পাঁচ পুলিশ কর্মীকে মিজো দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণাহুতি দিতে হয়েছে। তিনি সীমা বিবাদকে চিরকালের জন্য সমাধান করতে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে অনুরোধ রাখেন। এদিকে বিজেপির শহর মণ্ডল সভাপতি কিশোর দে আজ সকালে শিলচর মেডিক্যালে কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আহতদের খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি এক ইউনিট রক্তও দান করেছেন। অন্যদিকে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও লায়লাপুর কাণ্ডের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানানো হয়েছে। মিজো দুষ্কৃতকারীদের বেপরোয়া গুলি চালোনায় পাঁচ পুলিশ কর্মী সহ এক স্থানীয় নাগরিকের শহিদ হওয়ার ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে করিমগঞ্জ কংগ্রেস। সেই সঙ্গে কাছাড়ের পুলিশ সুপার বৈভব চন্দ্রকান্ত নম্বালকরের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর ঘটনারও কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে করিমগঞ্জ কংগ্রেস। ঘটনার উচ্চস্তরীয় তদন্তের দাবি তোলা হয়েছে জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ নাগ, মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক শুভঙ্কর দাস, শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, প্রদীপ কুরি প্রমুখ শহিদ পুলিশ কর্মীদের শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা আর না ঘটে, সে বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার কাছে দাবি জানান জেলা কংগ্রেসের নেতাগণ। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শহিদ পুলিশ কর্মী ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও জোরালো দাবি জানায় করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস।

অসম : প্রতিবেশী রাজ্যের পুলিশ যেভাবে অসম পুলিশের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে তাতে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করেছে এসইউসিআই (ক)

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : কোনও শত্রু-দেশ নয়। এক প্রতিবেশী রাজ্যের পুলিশ যেভাবে অসম পুলিশের উপর নির্বিচারে গুলি চালালো তা সত্যিই গভীর উদ্বেগের বিষয়। এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক চন্দ্রলেখা দাস। এক প্রেস বার্তায় চন্দ্রলেখা দাস অসম-মিজোরাম সীমান্ত ঘেঁষা লায়লাপুরে মিজো পুলিশের হামলায় একজন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু সহ পাঁচ পুলিশ কর্মীর শহিদ হওয়ার ঘটনার গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। মিজো আক্রমণে শহিদ পুলিশ কর্মীদের পরিবার সহ গুরুতরভাবে আহতদের আর্থিক সাহায্যের দাবি জানান এসইউসিআই নেতা চন্দ্রলেখা দাস। দীর্ঘদিন ধরে চলমান দুই রাজ্যের সীমা সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সঠিক উদ্যোগ নেয়নি। এমন-কি সংশ্লিষ্ট দুই রাজ্য সরকারও এই সমস্যা জিইয়ে রাখার ফলে দেশের ভেতরে প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মধ্যে এ ধরনের ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেন বামপন্থী নেতা চন্দ্রলেখা দাস। অবিলম্বে অসম এবং মিজোরাম সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সীমা বিবাদের স্থায়ী সমাধানের দাবি জানানোর পাশাপাশি রক্তক্ষয়ী এই সংঘর্ষজনিত ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তেরও জোরালো দাবি উত্থাপন করেন এসইউসিআইর রাজ্য সম্পাদক চন্দ্রলেখা দাস। এছাড়া বর্তমান অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে কোনও ধরনের চক্রান্তের ফাঁদে পা না দিতে এবং পারস্পরিক শান্তি-সম্প্রীতির বাতাবরণ বজায় রাখতে দুই রাজ্যের সাধারণ জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

অসম-মিজোরাম সীমান্ত-সংঘাত : শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে হাইলাকান্দিতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ, রক্ত দান ৩০ জন যুবক-যুবতীর

হাইলাকান্দি (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : বীর শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে হাইলাকান্দিতে আজ মঙ্গলবার, বেলা দুটা থেকে দুই ঘণ্টার দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। গতকাল সোমবার অসম-মিজোরাম সীমান্তের কাছাড় জেলার লায়লাপুরে মিজো দুষ্কৃতকারী সহ সে রাজ্যের পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন পাঁচ পুলিশ জওয়ান এবং একজন সাধারণ নাগরিক। এ ঘটনায় গোটা বরাক উপত্যকা সহ হাইলাকান্দিতে শোক বিরাজ করছে। শহিদ ছয়জনের তিনজনই হাইলাকান্দি জেলার। এই ছয়জনকে শ্রদ্ধা জানাতে মঙ্গলবার বেলা দুটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সব ধরনের দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়েছিল হাইলাকান্দি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন।

অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদিন জেলা সদরের সব কয়টি দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহ বেলা দুটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত বন্ধ রেখে শহিদ পুলিশ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এদিকে, বীর জওয়ান স্বপন কুমার রায় ও সামসুজ্জামান বড়ভুইয়াঁ ছিলেন হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়ার অসম পুলিশের ২১ ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়নের জওয়ান। ফলে মঙ্গলবার বিকেলে তাঁদের কর্মস্থলে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শিলচর থেকে নিয়ে আসা হয় মরদেহ। এখানে নিয়ে আসার পর ২১ আইআর ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট প্রতাপ কুমার সিনহা সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জওয়ানরা সহকর্মীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একুশবার তোপধ্বনি দিয়ে উভয়কে বিদায় জানানো হয় সেখানে। পরে তাঁদের মরদেহ পরিবারের কাছে সমঝে দেওয়া হয়।

এদিকে, আজ ৩০ জনের বেশি হাইলাকান্দির যুবক-যুবতী রক্তদান করেছেন। ষাটের বেশি পুলিশ জওয়ান সোমবারের ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশেরই চিকিৎসা চলছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। তাঁদের সবার রক্তের প্রয়োজন। আর শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আবেদনে সাড়া দিয়ে হাইলাকান্দির বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের কমেও ৩০ জন যুবক-যুবতী মঙ্গলবার হাইলাকান্দি এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করেছেন।

অসম : করিমগঞ্জের পৃথক পৃথক স্থানে দু-দুটি মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জের পৃথক পৃথক স্থানে দু-দুটি মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। আজ মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক ১১টা নাগাদ শহর সংলগ্ন চরগোলা এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পের পিছনে জলাশয় থেকে প্রথম মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। দ্বিতীয় মৃতদেহটি বিকাল চারটে নাগাদ শহরের বুক চিরে প্রবাহিত কুশিয়ারা নদীতে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করে সদর পুলিশ। উদ্ধারকৃত প্রথম মৃতদেহটি জবাইনপুর (লামাজুয়ার) এলাকার জনৈক আব্দুল রৌফের (৬৫) বলে শনাক্ত করা হলেও, এই খবর লেখা পর্যন্ত কুশিয়ারা নদী থেকে উদ্ধারকৃত দ্বিতীয় মৃতদেহের পরিচয় জানা যায়নি। তবে অসমর্থিত এক সূত্রে জানা গেছে, কুশিয়ারা নদী থেকে উদ্ধারকৃত মৃতদেহটি কাছাড় জেলার হতে পারে। করিমগঞ্জ সদর থানার ওসি ভোলারাম তেরন জানান, কুশিয়ারা নদীতে ভাসমান মৃতদেহের পরনে রয়েছে হলুদ রঙের টি-শার্ট এবং কালো রঙের ফুল পেন্ট। মৃতদেহের পরনে টি-শার্টে অ্যা লাইড সিকিউরিটি সার্ভিস লেখা রয়েছে। সদর থানার ওসি তেরন জানান, লাশ দুটি উদ্ধার করে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের পর আব্দুর রৌফের দেহ তাঁর পরিবারের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে। তবে কুশিয়ারা নদীতে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধারকৃত মৃতদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেলে মৃতদেহটি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। নতুবা নির্ধারিত ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কেউ যদি মৃতদেহের দাবিদার হিসাবে না আসেন তা-হলে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে অন্তিম সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে, জানান সদর থানার ওসি ভোলারাম তেরন।

জমাতিয়া হদার কর্মকর্তারা মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম

ডিমের কাবাব, কীভাবে তৈরি করবেন এই মুখরোচক স্ন্যাকস ? দেখে নিন

করোনা সংক্রমণ রুখতে দেশের অনেক রাজ্যেই এখনও চলছে লকডাউন। নিয়মের কড়াকড়িতে কিছুটা শিথিলতা এলেও, জনসাধারণকে অকারণে বাড়ি থেকে না বেরনোরই পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। এদিক গৃহবন্দি অবস্থায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড়। অনেকের ক্ষেত্রেই মাঝে মাঝে খিদে পেয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে সমস্যায় রয়েছে ছোটরা। চারবেলা তাদের জন্য মুখরোচক খাবার তৈরি করতে গিয়ে মায়েদের একদম নাজেহাল অবস্থা। আর তরুণ প্রজন্মের সমস্যা অন্য। 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'-এর বেড়াজালে সব রুটিন বদলে গিয়েছে। অনেক সময় দিয়ে খাবার বানানোর পরিস্থিতি নেই বেশিরভাগের ক্ষেত্রে। তাই লকডাউনের স্বাদ বদল করতে সকলের জন্য রইল 'ডিমের কাবাব'- এর রেসিপি।

ডিম খেতে প্রায় সকলেই ভালবাসেন। আর এই খাবারে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন এবং অনেক পুষ্টিগুণ। তাই স্বাদের সঙ্গে স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখা যাবে 'এগ কাবাব' বা ডিমের কাবাবের সাহায্যে।

জনপ্রিয় এই স্ন্যাকস তৈরি করতে কী কী প্রয়োজন?

সেদ্ধ করা ডিম, ময়দা, লঙ্কা গুঁড়ো বা কাঁচালঙ্কা কুচি, চাট মশলা, আদা-রসুন বাটা, সাদা তেল, পাউরুটির গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, স্বাদমতো নুন। খুব সহজেই এই পদ তৈরি করা সম্ভব।

কীভাবে তৈরি করবেন ডিমের কাবাব?

প্রথমে একটা বড় বাটিতে সেদ্ধ ডিমগুলোকে ভেঙে নিন অর্থাত গ্রেট করে নিন। এবার একে একে সমস্ত মশলা অর্থাত লঙ্কা গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, আদা-রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, চাট মশলা, স্বাদমতো নুন ও অন্যান্য মশলা দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এরপর সামান্য ময়দা আর অল্প জল দিয়ে ময়দা মাখার মতো করে পুরো মিশ্রণ মেখে নিন। ভাল করে মাখা হলে গোল করে কাবাবের আকারে গড়ে নিন। তারপর পাউরুটির গুঁড়োয় ডুবিয়ে ওই কাবাবগুলো কোটিং করে সাদা তেলে ভেজে নিন। ডিপ ফ্রাই অর্থাত গাঢ় বাদামি রঙ হলে বুঝবেন কাবাব তৈরি হয়ে গিয়েছে। তবে খেয়াল রাখবেন যেন পুড়ে না যায়। এক্ষেত্রে একটু বেশি তেল লাগতে পারে। অর্থাত ছাঁকা তেলে ডিপ ফ্রাই করুন। গ্যাসের আঁচ মাঝামাঝি বা কমিয়েই রাখলে ভাল। পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

পরিবেশনের আগে টিস্যু পেপারে তেল ঝরিয়ে নিন। তারপর স্যালাড আর পুদিনার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন এগ কাবাব।

দাঁতের হলদে ছোপ থেকে অচিরেই মুক্তি চান? ভরসা রাখুন তেলের ভেষজ টোটকায়

মুখের সৌন্দর্যের একটা বড় রহস্য কিন্তু লুকিয়ে ধবধবে সাদা দাঁতে। কিন্তু দাঁত পরিষ্কার রাখার কোনও টোটকাই কাজে লাগছে না? কিংবা ব্রাশ করার পরেও নিশ্বাস থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে? কাজে লাগবে অয়েল পুলিং মেথড। প্রাচীন ভেষজ এই টোটকা দাঁতের হলদে ভাব দূর করার পাশাপাশি নিশ্বাসের দুর্গন্ধও দূর করে।

কী ভাবে করবেন অয়েল পুলিং ?

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে ব্রাশ করার আগে এই ঘরোয়া পদ্ধতিটি প্রয়োগ করুন। প্রথমে এক টেবলচামচ তেল নিন। অয়েল পুলিং করার জন্য সবচেয়ে ভাল নারকেল তেল। কারণ এটি জীবাণুনাশক এবং সেইসঙ্গে মাড়ির প্রদাহ দূর করে। এ ছাড়া সেসমি অয়েল বা অলিভ অয়েলও ব্যবহার করতে পারেন। প্রথম বার এক টেবল চামচ পরিমাণটা বেশি মনে হলে, আধ টেবল চামচ দিয়ে শুরু করতে পারেন। তারপর মুখে দিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে নাড়াচাড়া করে যেতে হবে। প্রথমেই ১৫ মিনিট করতে খুব অসুবিধে হলে শুরুর দিকে ৫-১০ মিনিট করুন, তারপর ধীরে ধীরে সময়সীমা বাড়াবেন। তবে খেয়াল রাখবেন বাজারচলতি মাউথওয়াশ বা জল নিয়ে যে ভাবে নাড়াচাড়া করেন, সেটা করবেন না। কারণ তেল তুলনায় ভারী, মুখের পেশিতে টান লেগে যেতে পারে। আর একটা বিষয় লক্ষ রাখবেন, মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে তেলটা কোনওভাবেই গিলে ফেলবেন না। সব শেষে তেলটা কুলকুচি করে বেসিনে না ফেলে কোনও আবর্জনা ফেলার জায়গায় ফেলুন।

এরপর দাঁত মাজবেন কি ?

তেলটা ফেলে দেওয়ার পর ভালভাবে মুখ ধুয়ে নিন। চাইলে দাঁত মাজতেই পারেন। তবে খানিকটা সময় বিরতি দেওয়া ভাল। আর অবশ্যই একটি আলাদা ব্রাশ রাখুন, যেটা শুধু অয়েল পুলিংয়ের পরই ব্যবহার করবেন, অন্য সময় নয়। প্রতিদিনের রুটিনে যদি এই অভ্যেস রাখেন তাহলে দাঁত তো সাদা হবেই, সেই সঙ্গে বজায় থাকবে সুস্বাস্থ্যও।

কোভিড মোকাবিলায় গ্রিন টির গুরুত্ব অপরিহার্য, সমীক্ষায় নয়া তথ্য

স্বাস্থ্যের জন্য গ্রিন টি এখন পছন্দের পানীয়। করোনা আবহে ইমিউনিটি বাড়াতে ও ভাইরাস থেকে দূরে থাকতে সকাল-সন্ধ্যে কাড়া খাওয়ার চল শুরু হয়েছে সর্বত্র। গ্রিন টি কোনও নতুন কিছু নয়। এর উপকারীতা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রায় সকলেরই জানা। হৃদরোগের ঝুঁকি, ওজন হ্রাস থেকে শুরু করে গোটা শরীরের দেখভালের জন্য গ্রিন টি বেশ উপকারী। সম্প্রতি নয়া তথ্য, কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এক কাপ গ্রিন টি এক বিশেষ ভেষজ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। আরএসসি অ্যাডভান্স জার্নাল থেকে প্রকাশিত নয়া সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকে থাকার লড়াইয়ে এক কাপ গ্রিন টি সাহায্য করতে পারে।

গ্রিন টির মধ্যে গ্যালোক্যাটাচিন নামক একপ্রকাল ঔষধি রয়েছে, যা সার্স-কোভ-২ এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম। সোওয়ানসি ইউনিভার্সিটি একাদেমির নয়া পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, এই ড্রাগ শুধু কোভিড ১৯ ভাইরাসকেই নয়, অন্যান্য মারণভাইরাস মোকাবিলাতেও সাহায্য করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলে জানা গিয়েছে, কোভিডকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে দরকার প্রচুর পরিমাণে গ্যালোক্যাটাচিন, যা গ্রিন টিতে মজুত রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। বর্তমানে গ্রিন এখন বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। ফলে সাধারণের নাগালেও এই ঘরোয়া টোটকা বেশ কার্যকরী হবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

চাইনিজ প্রেমিক? উইকেন্ডে স্বাদ বদলাতে ঘরেতেই বানান সেজুয়ান সস

চাইনিজের প্রতি অমোঘ ভক্তি রয়েছে বাঙালির। যাঁরা ঝাল খেতে পছন্দ করেন, এই ইন্দো-চাইনিজ ফিউশন সস সমস্ত মশালার প্রেমীদের মধ্যে হিট। ফ্রায়েড রাইস,নুডলসের পাশাপাশি মোমো, স্প্রিং রোলস, কাটলেটের সঙ্গেও সেজুয়ান সস দারুণ। শুকনো লাল মরিচ, রসুন, আদা, পেঁয়াজ, সয়া সস, ভিনেগার, তিলের তেল এবং টমেটো কেচাপ দিয়ে তৈরি, এই মশলাদার সস আপনার ডিশকে অন্য মাত্রা দিতে বাধ্য। আপনি যে কোনও সময় চাইলে বানিয়ে নিতে পারেন, বেশি করে বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিলে দীর্ঘদিন ধরে রেখেও দিতে পারেন। সেজুয়ান সস বানাতে কী কী লাগে ৬টি শুকনো লঙ্কা, ১ টেবিলস্পুন কুচনো আদা, ২ টেবিলস্পুন অ্যাপেল সিডার ভিনিগার, ১ টেবিলস্পুন চিনি, স্বাদমতো নুন, হাফ কাপ জল, ২ টেবিলস্পুন কর্ন ফ্লাওয়ার, ১/৪ কাপ তিলের তেল, ৩ টেবিলস্পুন কুচনো রসুন, ২ টেবিলস্পুন সোয়া সস, ১/৪ টেবিলস্পুন গোল মরিচ, ২ টেবিলস্পুন টমেটো কেচাপ ও হাফ পেঁয়াজ কুচনো

কীভাবে করবেন

প্রথমে পেঁয়াজ কুচনো, আদা, রসুন একসঙ্গে গ্রিন্ড করুন। এবার শুকনো লংকা নিয়ে গরম জলে কয়েক মিনিট রেখে দিন। লংকাগুলি নরম হলে গ্রিন্ডারের মধ্যে গ্রিন্ড করুন। এবার একটি সসপ্যানে তেল গরম করুন, তাতে শুকনো লংকার পেস্ট দিয়ে কয়েক মিনিট স্যতে করুন। তারপর পেঁয়াজের পেস্টটি প্যানের মধ্যে দিয়ে ২ মিনিট রান্না করুন।

এরপর একটি বোলে হাফ কাপ জলের মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার ভাল করে গুলে ওই প্যানের মধ্যে দিয়ে দিন। তাতে অল্প জল দিন, গাঢ় করার জন্য কয়েকমিনিট রান্না করুন। কম আঁচে ১০ মিনিট রান্না করুন। সবশেষে স্বাদমতো নুন, চিনি, টমেটো কেচাপ, ভিনিগার, সোয়াসস দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে রান্না করুন। ২ মিনিট রান্না করুন। সস গাঢ় হলে তেল উপরে ভাসতে দেখা যাবে। অল্প ঘেঁটে নিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। একটি পরিস্কার জারের মধ্যে রেখে ফ্রিজে রেখে দিলে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে পারেন।

কানে শুনতে পাচ্ছেন না করোনা রোগী? এমন অচেনা উপসর্গ নিয়ে চিন্তায় চিকিৎসকেরা

কানের ক্ষতি করে কি কোভিড? এমন ঘটনা আগে খেয়াল করেননি চিকিতসকেরা। করোনার ডেল্টা প্রজাতি এবার ভারতীয় চিকিতসকেদের ভাবনায় ফেলেছে। বেশ কিছু অচেনা উপসর্গ তাঁদের চিন্তায় ফেলেছে। কানে শুনতে সমস্যা হওয়া, গ্যাস্ট্রিক এবং রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার মতো কিছু অচেনা ক্ষতির চিহ্ন দেখা দিয়েছে ভারতে। চিকিতসকেরা টের পাচ্ছেন, এ সব হল নতুন প্রজাতির করোনাভাইরাসের কীর্তি। এ কথা জানাজানি হতে অবশ্য পুরনো কিছু ঘটনার কথাও উঠে আসছে। ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে কিছু রোগীর মধ্যে এ ধরেনর উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। তখন কোভিডের সঙ্গে এর সম্পর্ক বোঝা যায়নি।

ডেল্টা বা বি.১.৬১৭.২ প্রজাতির ভাইরাসের খোঁজ মিলেছে মোট ৬০টি দেশে। এর ভয়ে বিভিন্ন দেশেই নতুন করে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়। ব্রিটেন থেকে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা সবর্ত যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। তবে আরও কত ধরনের ক্ষতি করতে সক্ষম এই প্রজাতির ভাইরাস, তা টের পাওয়া যাচ্ছিল না। চিকিতসকেদের বক্তব্য, এখনও আরও গবেষণা প্রয়োজন এ বিষয়ে। তবেই বোঝা যাবে নতুন সব সমস্যার মূলে এই ভাইরাসই করেছে কিনা।

বহু রোগীর ক্ষেত্রেই গা গোলানো, বমিভাব, গায়ে ব্যথার সঙ্গে আরও সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে গ্যাংরিন হয়ে যাওয়া, কানে শুনতে না পাওয়া, খেতে ইচ্ছা না করা, গায়ে ব্যথার মতো সমস্যা খুব দেখা দিচ্ছে এ দেশের মানুষদের মধ্যে। দেশের নানা প্রান্তে কাজ করা ডাক্তারেরা এই নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন একে অপরের সঙ্গে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রাজিলে বিটা ও গামা প্রজাতির করোনাভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল। সে ক্ষেত্রে অবশ্য আলাদা ধরনের উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়নি।

চিকিতসকেরা তাই চিন্তায় ডেল্টা প্রজাতির ভাইরাস নিয়ে। এটি অন্য সবের তুলনায় বেশি ক্ষতিকর কিনা, তা নিয়েই চলছে গবেষণা। অনেক চিকিতসকের নজরে এসেছে, শিরার মধ্যে জমাট বেঁধে যাচ্ছে রক্ত। পেটের ভিতরের শিরায় তেমনটা হয়ে থাকলে তার থেকেই যন্ত্রণা হচ্ছে কি না, তা-ও ভাবাচ্ছে চিকিতসকেদের। বেশ কিছু করোনা রোগীর কানের চিকিতসা চলছে। একেবারেই শুনতে পাচ্ছেন না তাঁরা। গলার ভিতরে ফোলা ভাব এবং টন্সিলের সমস্যার কারণেও ভোগান্তি হচ্ছে অনেকের।

চাইনিজ তো খেয়েছেন, এবার খান কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেন ! রেসিপিটি জেনে নিন

চাইনিজ খাবার তো অনেক চেখেছেন, এবার কোরিয়ান খাবার মুখে তুলে দেখতে পারেন। যদি কোরিয়ার সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হোন, তাহলে এই দেশের বিশাল ও বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার সম্পর্কেও কিছুটা সচেতন থাকবেন। কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেন হল সেই দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি পদ, যা সমস্ত চিকেনপ্রেমীদের একবার চেখে দেখা প্রয়োজন এই লকডাউন পরিস্থিতিতে।

৪জনের জন্য কোরিয়ান স্টাইলে ফ্রায়েড চিকেন রান্না করতে কী কী লাগবে ও কীভাবে করবেন, তা দেখে নেওয়া যাক।

কী কী লাগবে- ৫০০গ্রাম বোনলেশ চিকেন, ৬ কোয়া রসুন, হাফ কাপ ময়দা, ১ চা চামচ চিনি, তেল, ২ টেবিলস্পুন তিলের তেল, ১ চা চামচ রসুনের পাউডার, ৪ টেবিলস্পুন সোয়াসস, ১ টি মাঝারি মাপের পেঁয়াজ, গোল মরিচ, ৩/৪ কাপ কর্ন স্টার্চ, জল, স্বাদমতো নুন, ২ চা চামচ তিল, ২ টেবিল স্পুন মধু

কীভাবে করবেন-

প্রথমে ম্যারিনেট করার জন্য একটি পাত্রের মধ্যে বোনলেশ চিকনগুলির সঙ্গে পেঁয়াজ, রসুন, নুন ও গোলমরিচ ছড়িয়ে দিন। প্রত্যেকটা চিকেনের গায়ে যেন পুরু আস্তরণ থাকে, তা খেয়াল রাখবেন। একঘন্টা ম্যারিনেট করতে দিন।

এবার আলাদা একটি বোলে কর্নস্টার্চ , ময়দা, চিন, গোলমরিচ, নুন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার তাতে জল দিয়ে ব্যাটাররটি মসৃণ বানান। এবার ম্যারিনেট করার চিকেনগুলি ডুবিয়ে আরও একটি স্তর বানান।

একটি কড়াইয়ে তেল গরম করুন। তাতে চিকেনগুলি দিয়ে কড়া করে ভাজুন। বাদামি রঙের হয়ে গেলে তেল ঝরিয়ে তুলে ফেলুন।

পরিবেশনের আগে একটি সসপ্যানে ১/৪ কাপ জল নিন, তাতেত মধু, সোয়াসস, গার্লিক পাউডার ও তিলের তেল দিয়ে একি থকথকে মিশ্রণ তৈরি করুন। তাতে ভাজা চিকেনগুলি দিয়ে ৪-৫ মিনিট রান্না করুন। একটি সুন্দর প্লেটের মধ্যে চিকেনগুলি রেখে তার উপর তিল ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

রোজকার খাবারে স্বাদ বদলাতে রান্না করুন থাই গ্রিন বিনস

রোজ রোজ ডাল-ভাত-তরকারির সেই একই স্বাদে অরুচি ধরে গিয়েছে? তাহলে ছুটির দিনে লাঞ্চে বা ডিনারে থাই খাবার রান্না করে দেখতে পারেন। গ্রিন বিনস আর ধনে পাতা- থাই বেসিল দিয়ে সুস্বাদু সাইড ডিশ বানাতে পারেন চটপট। আমিষ খেতে চাইলে তার উপর গ্রিলড ফিশ বা চিকেন সাজিয়ে দিতে পারেন। সেদ্ধ ভাতের সঙ্গে এই থাই রান্না পরিবেশন করতে পারেন।

কী কী লাগবে- ৫০০ গ্রাম গ্রিন বিনস, ১ চা চামচ তিলের তেল, ১ চা চামচ রাইস ওয়াইন বিনিগার, ১/৪ চা চামচ চিনি, ১/৮ থেকে ১/৪ চা চামচ রেড পিপার ফ্লেক্স (নাও দিতে পারেন), ১ রসুনের কোয়া থেঁতো করা, ১টি লেবর রস, ২ টেবিল স্পুন থাই বেসিল বা ধনে পাতা কুচনো, ২ টেবিল স্পুন ড্রাই রোস্টেড বাদাম কুচনো

কীভাবে করবেন- প্রথমে গরম জলে গ্রিন বিনসগুলিকে ভালো করে সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ হলে জল ঝরিয়ে ঠান্ডা করতে দিন। একটি বোলের মধ্যে সেদ্ধ বিনসগুলির উপর তেল, রাইস বিনিগার, সোয়াসস, চিনি, রেড পিপার ফ্লেকস, রসুন ও লেবুর রস মেশান। গ্রিন বিনসের সঙ্গে সব উপকরণ একসঙ্গে টস করুন। পরিবেশনের আগে ধনেপাতা কুচনো ছড়িয়ে দিন। সঙ্গে উপরে দিয়ে কুচনো রোস্টেড বাদাম।

বাড়িতে বসে চটজলদি বানিয়ে ফেলুন রাজভোগ, রইল রেসিপি

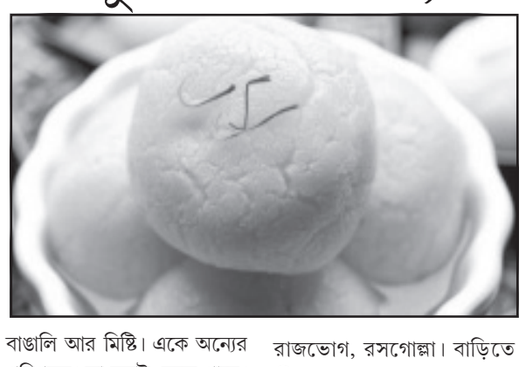

বাঙালি আর মিষ্টি। একে অন্যের পরিপূরক। তা বলাই যেতে পারে। আর কলকাতা, বাঙালি বললে রসগোল্লা, রাজভোগ ছাড়া কিছু তো মাথায়ই আসে না। এই করোনা আর লকডাউনের সময় বাইরে থেকে কিছু খেতে মনটা খুঁতখুঁত করে তাই তো! তাহলে আর কী বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন পছন্দের রাজভোগ, রসগোল্লা। বাড়িতে কীভাবে বানাবেন? আপনাদের জন্য রইল রেসিপি। উপকরণ- পনির-২০০ গ্রাম কাজু- ১/৪ কাপ অ্যালমন্ড- ১/৪ কাপ এলাচগুড়ো- ১চা চামচ কেশর- পরিমাণ মতো পেস্তা- ১/৪ কাপ চিনি- ১কাপ জল-২কাপ দুধ-২চামচ প্রণালী প্রথমে কাজু, অ্যালমন্ড, পেস্তা ভাল করে বেটে নিন। আর অন্যদিকে কেশর দুধে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। এরপর বাড়ির তৈরি ছানা অথবা পনিরও নিতে পারেন। ভাল করে পনির বা ছানাটিকে মাখুন। যাতে একদম স্মুথ হয়ে যায়। তারপর কেশর সমেত দুধ মিশিয়ে দিন ছানা বা পনিরের সঙ্গে। লেচির আকারে গড়ে রাখুন। লেচির ভিতর পুরের মতো করে বাদাম বাটা পুরে দিন। তারপর একটি বড় পাত্রে জল নিন। গরম করুন। গরম জলে ২চামচ চিনি মেশান। চিনি গুলে গেলে ছোট ছোট ছানার লেচিগুলি ফেলে দিন। কিছুক্ষণ চিনির রসে ফুটতে দিন। প্রায় ১৫ মিনিট মতো ফোটার পর একটি পাত্রে রাখুন ঠান্ডা হতে দিন। তারপর পরিবেশন করুন বাড়িতে বানানো রাজভোগ।

গরমে কলা হোক আপনার ফুড হ্যাবিটের অন্যতম সেরা উপাদান

আপনি কলাকে কি অবহেলা করেন? রোজকার খাদ্যাভ্যাসে এই ফলকে কি একটু দূরেই সরিয়ে রাখেন? তেমনটা করে থাকলে কিন্তু বলতেই হচ্ছে, আপনি ভুল করছেন। কেন বলছি এ কথা? আচ্ছা বেশ তাহলে জেনে নিন কলার গুণাবলীর বিষয়ে। কলাতে অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকে। আপনার ব্রেকফাস্টে যদি কলা থাকে তাহলে অ্যাসিডিটি, মাথা ধরা কিংবা পায়ে ক্র্যাম্প পড়ে যাওয়ার মতো সমস্যাগুলোর দারুণ সমাধান করতে পারে। শরীরে থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হলে এনার্জির প্রবল ঘাটতি ঘটে। যা আপনার সারাদিনের কাজে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে। তাই দুপুরের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই কলাকে সঙ্গী করুন। দেখুন কেমন ফুরফুরে থাকে শরীর ও মন। যেহেতু কলা হজম করাটা সহজ, তাই শিশুদের খাদ্যতালিকাতেও কলাকে অবশ্যই রাখুন। দুধের সঙ্গে কলার কম্বিনেশন কিন্তু ছোটদের জন্য ভীষণ উপযোগী। আরও পড়ুন:এথনিক পোশাকে মজেছেন নিশা! লকডাউনের পর ট্রাই করতে পারেন আপনিও যাঁরা সারাদিনে ভীষণ কম খান। কিংবা সারাদিনে অফিস বা কাজের ভীষণ চাপ, তাঁদের জন্য কলার মতো আদর্শ খাবার খুব কমই আছে। বিশেষ করে যাঁরা পড়াশোনা বা কাজের জন্য রাত জাগেন তাদের জন্য তো বটেই। আর ব্যস্ত অনলাইন ক্লাসের মাঝে কলার মতো সহজলোভ্য আর পুষ্টিকর খাবার আর কীই বা হতে পারে!

ভীম আমি ভারত একতা মিশনের কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব

গুরুতর আহত পুলিশ সুপারকে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে মুম্বাই স্থানান্তর

শহিদ পাঁচ জওয়ানের নিকট—আত্মীয়দের ৫০ লক্ষ টাকার অনুদান ও একজন করে সরকারি চাকরি

শিলচর (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : অসমের এক ইঞ্চি জমি কাউকে বেদখল করতে দেওয়া হবে না। অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী লায়লাপুলে গতকাল এক তরফা সংঘর্ষস্থল পরিদর্শন করে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসম ভূখণ্ডকে মিজো আগ্রাসন খেকে সুরক্ষিত রাখতে বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দির আন্তঃরাজ্য সীমান্তের বিশেষ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের চার হাজার আধাসেনা মোতায়ন করা হবে। এছাড়া শহিদ পাঁচ জওয়ানের নিকট-আত্মীয়কে এককালীন ৫০ লক্ষ টাকা প্রদানের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি এবং আহত ৪৫ জন পুলিশ জওয়ানকে এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে, জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

গতকাল সোমবার অসংখ্য মিজো পুলিশ ও সাধারণ নাগরিকদের নির্বিচারে গুলিবর্ষণে শহিদ স্বপনকুমার রায়, লিটন শুক্লবৈদ্য, এমএইচ বড়ভুইয়াঁ, এন হুসেন, নজরুল হুসেন লস্কর নামের পাঁচ জওয়ানকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে আজ মঙ্গলবার সকাল সাতটায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তড়িঘড়ি ছুটে আসেন শিলচরে। গতকাল মিজোরামের পুলিশ ও দুর্বৃত্তদের আক্রমণে অসম পুলিশের পাঁচ জওয়ান এবং অসমের বাসিন্দা এক সাধারণ নাগরিক সহ ছয় জনের শহিদ হয়েছিলেন। গতকাল সংগঠিত ঘটনার সরেজমিনে খোঁজ নিতে সকাল সাতটায় শিলচরে পৌঁছেন মুখ্যমন্ত্রী। শিলচরে এসে মুখ্যমন্ত্রী সোজা চলে যান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসাধীন ৪৫ জন পুলিশকর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের খবরাখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, পীযূষ হাজরিকা ও অশোক সিংঘল এবং পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত সহ রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকবৃন্দ। মেডিক্যাল কলেজ থেকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা চলে যান মিজোরাম সীমান্তে ঘটনাস্থল লায়লাপুলে। এর আগে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সভাকক্ষে জেলার সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসন, হাসপাতালের ডাক্তারদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন তিনি।

লায়লাপুর থেকে শিলচর সার্কিট হাউসে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমের এক ইঞ্চি জমি কাউকে বেদখল করতে দেওয়া হবে না। স্বভূমি রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ ব্যক্তিদের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকার অনুদান ও পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি প্রদান করা হবে। এছাড়া জখম প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকার অনুদান দেওয়া হবে। গুরুতর জখম কাছাড়ের পুলিশ সুপার বৈভব চন্দ্রকান্ত নিম্বালকরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে মুম্বাই পাঠানো হয়েছে। বাকি জখম ব্যক্তিদের প্রয়োজনে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী শর্মা। ইতিমধ্যে কয়েকজনকে উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি পাঠানো হয়েছে।

তিনি জানান, আন্তঃরাজ্য সীমা নিয়ে গত ছয় মাসের বেশি সময় ধরে মিজোরামের দুর্বৃত্তরা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তুলেছে। অসমের জমিতে লাগাতার আগ্রাসনের ঘটনা অব্যাহত রেখে চলেছে তারা। কিন্তু এত সবের পরও শান্তিকামী অসম সরকার এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে আপস মীমাংসার প্রত্যাশা করেছিল। অথচ মিজোরামের পুলিশি মদতে সাধারণ নাগরিকরা সংঘবদ্ধভাবে লাগাতার আগ্রাসনের ঘটনা চালিয়ে যাচ্ছে। ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা উদ্বেগের সুরে বলেন, অসমের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে মিজোরাম। অথচ গত ৮ জুলাই নয়াদিল্লিতে মিজোরাম ও অসম সরকারের দুই মুখ্যসচিবের উপস্থিতিতে স্যাটেলাইট ক্যামেরার মাধ্যমে ফটোগ্রাফি করে সীমান্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সীমানা নির্ধারণ করে আগের স্থিতাবস্থা নিরূপণ করে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গাও এই সিদ্ধান্তে সহমত পোষণ করেছিলেন। কিন্তু পরে এই সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে মউ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অনীহা ব্যক্ত করেন মিজোরামের মুখ্যসচিব।

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা আরও বলেন, অসমের সাংবিধানিক সীমানার আসল সীমা সুরক্ষিত করতে জোরামথাঙ্গার শপথ গ্রহণের পর তিনি ফোন করে দুই রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট রেখে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছিলেন। সেদিন তাঁর আগ্রহকে স্বাগতও জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা। কিন্তু কথা রাখেননি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তীতে মিজোরাম সরকারি মদতে লাগাতার আগ্রাসী কার্যকলাপ চালায়। হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ এবং কাছাড় জেলার সীমান্তে মিজোরামের তরফ থেকে নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘটনার সৃষ্টি করা হচ্ছে। অসম পুলিশ মিজোরামের আগ্রাসনের প্রতিটি ঘটনা প্রতিহত করে আসছে। নতুন করে অসমের এক ইঞ্চিও জমি দখল করতে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

অসমের সীমা সুরক্ষিত রাখতে অসম পুলিশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। ঘটনাবলি নিয়ে প্রতিদিনই মিজোরামের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গতকাল যখন অসম পুলিশ এবং অসমের নাগরিকদের ওপর অবিরত হামলা চালানো হচ্ছিল তখন ছয়বার মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার সঙ্গে কথা বলে তাঁর পুলিশ ও দুর্বত্তদের ক্ষান্ত করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নাকি কোনও সদর্থক আগ্রহ প্রকাশ করেননি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ২৫ জুলাই কাছাড়ের ডিএফও তাকে জানিয়েছিলেন, অসমের ইনার লাইন ফরেস্টের মধ্যে মিজোরাম একটি রাস্তা ও নতুন করে মিজোরাম পুলিশ চৌকি তৈরি করেছে। তখন কাছাড়ের জেলাশাসক, ডিআইজি, আইজিপি, পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতেবলেছিলেন তিনি। সে অনুযায়ী গতকাল অসম পুলিশ কলাশিবের পুলিশ সুপারের কাছে সীমান্ত এলাকায় নতুন করে রাস্তা তৈরি বন্ধ করার কথা বলে অসমের এই অঞ্চলে পুলিশ চৌকির কোনও প্রয়োজন নেই বলে মিজোরামের পুলিশ সুপারকে চৌকি তুলে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন আইজিপি। অথচ মিজোরামের কলাশিবের পুলিশ সুপার ও অসমের আইজিপি সহ উভয় রাজ্যের পদস্থ আধিকারিকদের যখন আলোচনা চলছিল, তখন আচমকা মিজোরামের তরফ থেকে অসম পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর বৃষ্টি, গুলতি এবং গুলিবর্ষণ শুরু করা হয়। পাহাড়ের ওপর থেকে অবিরত দীর্ঘ প্রায় ৩০/৩৫ মিনিট তারা একতরফা গুলিবর্ষণ করে।

লাগাতার গুলির ফলে অসম পুলিশের পাঁচ জওয়ান শহিদ হওয়ার পাশাপাশি কাছাড়ের এসপি বৈভব চন্দ্রকান্ত নিম্বালকর, ধলাই থানার ওসি সাহাব উদ্দিন, ৪৫ জন পুলিশ জওয়ান সহ প্রায় ৭০/৮০ জন সাধারণ নাগরিক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গতকালের গুলিকাণ্ডের সময় তিনি জোরামথাঙ্গাকে ফোন করে নির্মম গুলিবর্ষণের বিষয়ে অবগত করানোর পর তিনি দুঃখ প্রকাশ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস দিয়েও কার্যত কোনও পদক্ষেপ নেননি। একই দেশের নাগরিকদের হত্যা করে মিজোরাম পুলিশ আনন্দোৎসব উদযাপন করার নিদর্শন অত্যন্ত দুঃখজনক ও অনুশোচনার বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, মিজোরামের পক্ষ থেকে এলএমজি ব্যবহার করা হয়েছে। ফায়ারিং চলাকালে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে ছয়বার ফোন করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও দুই মুখ্যমন্ত্রীকে একাধিকবার ফোন করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অনুরোধ জানান। মিজোরামের সাধারণ নাগরিকদের হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল সে প্রশ্নও তুলেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, মিজোরাম সীমান্তের অসমের ভূখণ্ডকে সুরক্ষিত রাখতে বরাকের তিন জেলায় বিশেষ তিন কমান্ডো ব্যাটালিয়নের চার হাজার জওয়ান মোতায়েন করা হবে। অসম সরকার রাজ্যের সীমান্ত এলাকার বিশেষ নজরদারির উদ্দেশ্যে নতুন করে কমান্ডো ব্যাটালিয়ন গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিধানসভার অধিবেশনে। সেই নতুন কমান্ডো থেকে তিনটি ব্যাটালিয়নের মোট চার হাজার জওয়ান নিয়োজিত করা হবে কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলার আন্তঃরাজ্য সীমান্তে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বর্তমানে সিআরপিএফ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে সীমান্ত এলাকায় জানান তিনি।

১৪-দিনের জেল হেফাজতে রাজ ও রায়ান, জামিন মঞ্জুর পুনম-শার্লিনের

মুম্বই, ২৭ জুলাই (হি.স.): পর্নোগ্রাফি কাণ্ডে ১৪-দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠানো হল রাজ কুন্দ্রা ও রায়ান থর্পে-কে। পাশাপাশি অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর হয়েছে পুনম ও শার্লিনের। গত ১৯ জুলাই পর্ন ছবি-কাণ্ডে গ্রেফতার হন শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রা। ২৩ জুলাই পর্যন্ত তাঁকে পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। তার পরে ২৩ তারিখ ফের রাজ এবং তাঁর সহযোগী রায়ান থর্পের পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়ে মঙ্গলবার পর্যন্ত করা হয়েছিল। মঙ্গলবার মুম্বইয়ের আদালত রাজ ও রায়ানকে ১৪-দিনের জন্য জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। মঙ্গলবারই এই মামলায় মডেল-অভিনেত্রী পুনম পাণ্ডে ও শার্লিন চোপড়াকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে কোনও চূড়ান্ত পদক্ষেপ করা যাবে না। এদিকে, মঙ্গলবারই বম্বে হাইকোর্টে রাজের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। উচ্চ আদালতে রাজের জামিনের শুনানি হওয়ার কথা।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সম্মান জানানোর সময় এসেছে : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সম্মান জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়ালের কথায়, 'করোনার থেকে যাঁরা আমাদের বাঁচিয়েছেন, তাঁদের সম্মান জানানোর সময় এসেছে।' এ বছর পদ্ম পুরষ্কারের জন্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নাম কেন্দ্রের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকার। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'এ বছর পদ্ম পুরষ্কারের জন্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নাম কেন্দ্রের কাছে পাঠাবে দিল্লি সরকার। আমরা তাঁদের জানাতে চাই, আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। দিল্লির জনগণই সেই নাম আমাদের জানাবেন। ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ই-মেলের মাধ্যমে দিল্লীবাসীর কাছ থেকে তাঁদের সুপরামর্শ চাওয়া হবে।' কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'আমরা একটি স্ক্রিনিং কমিটি তৈরি করেছি, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ওই স্ক্রিনিং কমিটি নামগুলি স্ক্রিনিং করবে। চূড়ান্ত নামগুলি কেন্দ্রের কাছে পাঠাবে দিল্লি সরকার।'

পওয়ার-মমতা সাক্ষাতের সম্ভাবনা, এনসিপি সুপ্রিমো নিজেই জানালেন

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপি-বিরোধী দলগুলিকে একত্রিত করতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারই দিল্লিতে এসেছেন মমতা, দিল্লি সফরে বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর। ২৮ জুলাই, বুধবারই এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন মমতা। মঙ্গলবার পওয়ার নিজেই জানিয়েছেন, বুধবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

সাংবাদিকদের মঙ্গলবার পওয়ার জানিয়েছেন, 'গত সপ্তাহে তাঁর (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে কথা হয়েছে, তিনি দিল্লি সফরের আসার বিষয়ে বলেছেন। আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। সম্ভবত বুধবার আমরা দেখা করতে পারি।' দিল্লি সফরে এসে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গেও দেখা করতে পারেন মমতা।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অসম মিজোরাম সীমানায় সংঘর্ষ নিয়ে টুইট অভিষেকের

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : অসম-মিজোরাম সীমান্তে সংঘর্ষে সেনা ও অসামরিক লোকেদের হতাহত হওয়ার জেরে প্রতিক্রিয়া দিলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার সন্ধ্যায় ট্যুইটারে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা লেখেন, 'আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সংবিধান স্বীকৃত অসম-মিজোরাম সীমান্ত রক্ষার সময় অসমের পুলিশের ছ''জন বীর জওয়ান নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীরভাবে সমবেদনা জানাচ্ছি।'মঙ্গলবার অভিষেক টুইটে লিখেছেন, "অসম মিজোরাম সীমানায় যে নির্মম হিংস্রতা ছড়িয়ে পড়েছে তা শুনে দুঃখিত ও হতবাক। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। বিজেপির নজরদারিতে এ জাতীয় নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি আমাদের দেশে গণতন্ত্রের মৃত্যু ডেকে আনছে। ভারত আরও ভাল আশা করে।"প্রসঙ্গত, সোমবার ওই সংঘর্ষে কতজনের মৃত ও আহত হয়েছেন কমপক্ষে তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। তবে নাম গোপন রাখার শর্তে শিলচর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ৩৬ জন ভর্তি আছেন। এয়ারগানের এবং পাথর ছোড়ার জেরে তাঁরা আহত হয়েছেন। তবে কারও অবস্থা গুরুতর নয়।হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক

বিপ্লবী কল্পনা দত্তর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : বিপ্লবী কল্পনা দত্তর জন্মদিনে তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তিনি লিখেছেন, "সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশ নেওয়া ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীর প্রতি আমার বিনীত শ্রদ্ধা; তাঁর জন্মবার্ষিকীতে কল্পনা দত্ত।"

কল্পনা দত্তর জন্ম (জন্ম: ২৭ জুলাই, ১৯১৩ - মৃত্যু: ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫) অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলা -এর শ্রীপুর গ্রামের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। শহীদ ক্ষুদিরাম এবং বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বেথুন কলেজ-এ গড়ে ওঠা ছাত্রী সংঘে যোগ দেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের মাধ্যমে তিনি মাস্টার দা সূর্য সেনের সাথে পরিচিত হন এবং মাস্টার দা প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা-য় যোগ দেন। তাঁর বিপ্লবী মনভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে "অগ্নিকন্যা" বলেন।

ভারী বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন দিল্লি, ফিরল মনোরম পরিবেশ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): ভারী ও একনাগাড়ে বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন হয়ে পড়ল রাজধানী দিল্লি। বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম পরিবেশ ফিরেছে ঠিকই, তবে জলকষ্টে ভুগতে হয়েছে দিল্লীবাসীকে। ভারী বৃষ্টিতে মঙ্গলবার সকালে জলমগ্ন হয়ে পড়ে দিল্লির মোতি বাগ ফ্লাইওভার। জলের নীচে চলে যায় মথুরা রোড, রাইসিনা হিলস, ধৌলা কুয়ান, কনৌট প্লেস, কৌটিল্য মার্গ, প্রগতি ময়দান প্রভৃতি এলাকা। ভোর থেকেই দিল্লিতে ভারী বৃষ্টিপাত হয়।

কয়েক ঘন্টার বৃষ্টিতেই দিল্লির কোথাও হাঁটু জল, কোথাও আবার হাঁটুর উঁচু জল জমে যায়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। প্রগতি ময়দানের কাছে রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় অটো ও গাড়ি আংশিকভাবে ডুবে যায়। মোতি বাগ ফ্লাইওভারের নীচ থেকে ধীরে গতিতে চলাচল করে গাড়ি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দৈনিক সংক্রমণ ১৯-হাজার ছুঁইছুঁই, ব্রাজিলে মৃত্যু কমে ৫৮৭

রিও ডি জেনেইরো, ২৭ জুলাই (হি.স.): ব্রাজিলে একধাক্কায় অনেকটা নিম্নমুখী দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নগামী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ৫৮৭ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮ হাজার ৯৯৯ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯,৭০৭,৬৬২ জন।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ১৮,৯৯৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৯,৭০৭,৬৬২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৮৭ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৮৬ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৮,৩৯৮,৫৬৭ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭,৫৮,৫০৯ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে, বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে একাধিক জেলায়, বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও। কিছুক্ষণের মধ্যেই কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তবে দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ আসন্ন। হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদায় সতর্কতা জারি করা হল।

আগামী বুধবার বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সক্রিয় হওয়ায় বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি বন্যাও হতে পারে এই অতিবৃষ্টিতে। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ও দুই ২৪ পরগনায় ২০০ মিলিমিটারের কাছকাছি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। তাই আগাম সতর্কতা জানিয়েছে হাওয়া অফিস। জুলাই-এর শেষের থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়াতে এদিন থেকেই হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে বলে জানা গিয়েছে। বুধবার থেকে নিম্নচাপ সক্রিয় হলে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে জানা গিয়েছে। আলিপুর হাওয়া অফিস সূত্রে জানানো হয়েছে এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর কাছাকাছি। যা স্বাভাবিকের থেকে দু''ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছকাছি। যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষকি আর্দতার পরিমাণ ৯৫ শতাংশ থাকায় বাড়বে অস্বস্তি। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির মতো জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি হবে। বুধবার প্রবল বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও পূর্ব মেদিনীপুর ও দুই ২৪ পরগনায়। মৎস্যজীবিদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা গভীর সমুদ্রে রয়েছেন তাদের দ্রুত ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাওয়া অফিস মারফত। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মাঝারি ও কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে বলে জানা গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বিজেপি নেতার মৃত্যুর কারণ জানতে অটোপসির আর্জি তথাগতর

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : বিজেপি নেতা রাজু সরকারের আচমকা মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে রোগ নির্ণায়ক ময়নাতদন্তের দাবি করলেন ত্রিপুরা আর মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু মঙ্গলবার টুইটে লিখেছেন, "আমাকে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র যুব শাখার সহ সভাপতি রাজু সরকার হঠাৎ মারা গিয়েছেন। তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা। ওঁম শান্তি। কোনও মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে আইন অনুসারে তাঁর দেহের ময়নাতদন্ত করতে হয়। মৃত্যুর কারণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই মৃত্য নিয়ে মন্তব্যগুলি সবচেয়ে ভাল হয়। শিক্ষিত হও। "

প্রসঙ্গত, বিজেপির হেস্টিংসের দফতরে দুই দিনের বৈঠক চলছিল। সোমবার বৈঠকে বচসার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যুব মোর্চার সহ সভাপতি রাজু সরকার। পড়ে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া পথেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজু দমদমের নাগেরবাজারের বাসিন্দা ছিলেন। বিজেপি রাজ্য সংগঠনের অত্যন্ত পরিচিত মুখ ছিলেন রাজু। তাঁর এহেন অকাল মৃত্যুতে যুব মোর্চা সহ গোটা গেরুয়া শিবিরেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গিয়েছে বৈঠক চলাকালীন কোনও এক বিষয় নিয়ে নেতা-কর্মীদের মধ্যে বাক্য বিনিময়, বচসা শুরু হয়। ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন রাজু নিজেও। সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজু। এরপরই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক ভাব এসএসকেএম-এ নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে শয্যা মেলেনি। পরে তাঁরে ইএম বাইপাসের ধারে অবস্থিত অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথেই নাকি এই নেতা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অসম : জয়নাল উদ্দিনকেই ফের জেলা সভাপতি হিসেবে দেখতে চায় হাইলাকান্দি কংগ্রেস

হাইলাকান্দি (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : জেলা সভাপতির মতো 'গুরুত্বপূর্ণ' পদে কাউকে বসাতে রীতিমতো কাঠখড় পুড়াচ্ছে হাইলাকান্দি কংগ্রেস। যদি সভাপতি পদে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে, সেক্ষেত্রে বিকল্প নেতার সন্ধানে এখানকার শীর্ষ নেতারা। কিন্তু আজকের দিনে নেতার বড়ই অভাব হাইলাকান্দি জেলায়! অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। ফলে জয়নাল উদ্দিনকেই ফের সভাপতির আসনে চাইছেন হাইলাকান্দি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। এমন খবর দলের অন্দরমহলের। বিকল্পের সন্ধান না মিললে জয়নাল উদ্দিনই শ্রেয়, মনে করছেন তাঁরা।

সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) সম্পাদক ভূপেন বরাকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন দলের হাইকমান্ড। গত শনিবার তাঁকে প্রদেশ সভাপতির কামান ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তর করিমগঞ্জের তিনবারের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে কার্যনির্বাহী সভাপতির মতো গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন হাইকমান্ড। দীর্ঘ বছর ধরে দলের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে কাজ করে কমলাক্ষ এই পুরস্কার পেয়েছেন, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর বরাক উপত্যকা থেকে দীর্ঘ বছর পর কোনও নেতা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র কার্যনির্বাহী সভাপতির কুরশি সামলাবেন, এটা চাট্টিখানি কথা নয়। হাইকমান্ড এবার বরাককে গুরুত্ব দিয়েছেন এতে স্বাভাবিকভাবেই খুশি দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা। উজ্জীবিত-উৎফুল্লিত দলের তিন জেলার নেতা ও কর্মী।

হাইলাকান্দি জেলায়ও দলের নেতা কর্মীরা উজ্জীবিত। কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে কার্যনির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব দেওয়ায় এখানকার দলীয় নেতৃবৃন্দ এর জন্য এআইসিসি, এপিসিসি উভয়কেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। কমলাক্ষের নেতৃত্বে দলে পৃথক অক্সিজেন জোগাবে এমনটিও মনে করছেন জয়নাল উদ্দিনের হাইলাকান্দি কংগ্রেস।

ভূপেন বরা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছেন। উত্তর করিমগঞ্জের তিনবারের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সহ আরও তিনজন কার্যনির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন, এতে খুশির জোয়ার হাইলাকান্দি কংগ্রেসে। প্রদেশ কংগ্রেসের নয়া সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর একেবারে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি জেলায় নয়া কমিটি গঠন হতে পারে। আর এ নিয়ে দলীয় মহলে চর্চা রীতিমতো শুরু হয়েও গিয়েছে। বরাকের কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলায় বর্তমান কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হতে পারে দলীয় মহলে এমন চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর হওয়াটাও স্বাভাবিক। রাজনীতি সম্বন্ধে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন, তাঁদের মধ্যেও এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গিয়েছে যে এবার তিন জেলাও কংগ্রেসের সভাপতি পদে নয়া মুখ আসতে পারে।

সামনে পুরসভা এবং দু-বছর পর লোকসভা নির্বাচন। এদিকে পাখির চোখ রেখে বরাকে দলকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে হাইকমান্ডের। আর প্রদেশ কমিটির নয়া সভাপতিও হয়তো এমনটিও চিন্তাচর্চা শুরু করতে পারেন।

বরাকের অন্য দুই জেলায় বাদ দিয়ে হাইলাকান্দি জেলায় কংগ্রেস কমিটি কার্যত ছন্নছাড়া অবস্থায় চলছে। সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন জয়নাল উদ্দিন লস্কর। শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, মৃদুভাষী জয়নাল উদ্দিন লস্করকে সভাপতির কামান ধরিয়ে দেওয়ার পর সংগঠন বেশ চাঙ্গা হলেও সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক-মুহূর্তে দল ছেড়ে অন্য দলে ভিড়েছেন কংগ্রেসের প্রথমসারির 'সংখ্যালঘু' নেতারা। দল থেকে শতযোজন দূরে অবস্থান করছেন একাংশ 'সংখ্যাগুরু' নেতারাও। নানা কারণে দলত্যাগের হিড়িক পড়ে এ জেলায়। বিদ্রোহ দেখা দেয় দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে। এতসবের পরও কিন্তু জয়নালেই আস্থা ছিল হাইকমান্ডের। জয়নাল উদ্দিন লস্করের নেতৃত্বেই দল এবার বিধানসভা নির্বাচনে আসরে অবতীর্ণ হয়। এবার এপিসিসি-র নয়া সভাপতি দায়িত্ব নিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই হাইলাকান্দি জেলায়ও নয়া সভাপতির খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে জয়নালেই ভরসা হাইলাকান্দি কংগ্রেসের। জানিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতা তথা সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সামস উদ্দিন বড়লস্কর। সামস উদ্দিন জানিয়েছেন, হাইলাকান্দি জেলায় দলীয় সভাপতি হওয়ার মতো 'যোগ্য' ব্যক্তি অনেকেই রয়েছেন, তবে জয়নাল উদ্দিন লস্করকে ফের সভাপতি হিসেবে চাইছেন অধিকাংশ নেতা-কর্মী। তিনি জানান, সভাপতি পদে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দক্ষিণারঞ্জন চন্দ, শিক্ষা বিভাগের আরেক অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক ইশাক আলি বড়ভুইয়াঁ, প্রবীণ নেতা সেলিম উদ্দিন বড়লস্কর, দলের প্রবীণ নেত্রী মাধবী শর্মা সহ রয়েছেন আরও অনেকে। তাঁদের সবার সভাপতি হওয়ার ভরপুর যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু তবুও! সামস উদ্দিন কোনও রাখঢাক না রেখেই বলেন, জয়নাল উদ্দিন লস্করই ঠিক আছেন। এই মুহূর্তে তাঁর বিকল্প নেই। যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন, ২০২১-এর নির্বাচনে হাইলাকান্দি জেলায় দল কোনও প্রার্থী না দিলেও (কাটলিছড়ায় বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই ছাড়া) মিত্রজোটের প্রার্থীদের জয়ী করতে কোনও কসরৎ বাকি রাখেনি জয়নাল উদ্দিন লস্করের নেতৃত্বে হাইলাকান্দি কংগ্রেস। ফলে জয়নাল উদ্দিনকেই ফের সভাপতি হিসেবে দেখতে চান সিংহভাগ কর্মী। জেলা কমিটির প্রথমসারির ওই শীর্ষ নেতা বলেছেন, 'যদি' হাইলাকান্দি নেতৃত্বকে ঢেলে সাজানোর জন্য পরিকল্পনা হাতে নেন নয়া সভাপতি ভূপেন বরা, তবে হাইলাকান্দি জেলায় জয়নাল উদ্দিন লস্করকে ফের সভাপতি করতে দাবি জানানো হবে। তিনি অবশ্য বলেন, জয়নাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে তাঁদের তেমন কোনও অভিযোগ নেই। অবশ্য হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসে আজকের দিনে নেতার অভাব, এ কথা পক্ষান্তরে স্বীকার করে তিনি বলেন, জয়নাল উদ্দিন লস্করকে আরেকবার সভাপতির সুযোগ দিতে হাইকমান্ডের কাছে অনুরোধ জানানো হবে।

সোনিয়া-মমতার প্রস্তাবিত বৈঠক নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.) : বুধবার কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে তৃণমূলনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা। এই বৈঠক নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে বিকেলে মমতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কমল নাথ ও রাজ্যসভার সাংসদ আনন্দ শর্মা। এই সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বেশি কিছু না জানালেও বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন কমল নাথ। তিনি এটা স্পষ্ট করেছেন, "জোট নিয়ে 'কংগ্রেস সুপ্রিমো' যা করার করবে। বৈঠকটি হবে বুধবার। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলাম।"

কমলনাথ বলেন, "মূল্যবৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা-সহ একাধিক বিষয়ে ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। ২০২৪-এর আগে জোট গড়া সম্ভব কি না, তা নিয়ে দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিয়েছেন, মানুষ পাশে থাকলে, যে কোনও শক্তিকেই রোখা সম্ভব।"" ২০০১ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোটের অন্যতম কারিগর ছিলেন কমলনাথ। তৃণমূল ও সেই দলের নেত্রীর সঙ্গে পুরানো সম্পর্ক কমলনাথের। তাই তাঁর দেখা করা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহল। এরই সঙ্গে আজ সন্ধ্যেয় আইনজীবি তথা সাংসদ অভিষেক মনু সিংভির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মমতা। এছাড়াও সাক্ষাৎ করেন কংগ্রেস নেতা আনন্দ শর্মা।

জাতীয় রাজনীতিতে দু''ভাগ হওয়া কংগ্রেসের একটির শরিক আনন্দ শর্মা ও মনু সিংভি। কিছুদিন আগেই জানা যায় মনু সিংভি, আনন্দ শর্মা, কপিল সিব্বলরা চেয়েছিলেন কংগ্রেসকে গান্ধি পরিবারের হাত থেকে বাইরে এনে নেতৃত্ব দিক মমতা। এবার সেই গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে আলাদা বৈঠকও জল্পনা বাড়াচ্ছে দিল্লিতে। এটা পরিষ্কার, তৃণমূল সুপ্রিমোর দিল্লি যাত্রা জাতীয় রাজনীতিতে বড় চাঞ্চল্য বলাই যায়। যদিও মুম্বইতে থাকায় হয়ত মমতার এবারের দিল্লি সফরে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার।

বিশ্ব-ঐতিহ্যের তকমা পেল ধোলাভিরা : ইউনেস্কো

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): বিশ্ব-ঐতিহ্যের তকমা পেল গুজরাটের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ধোলাভিরা। মঙ্গলবার ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে।

হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন গুজরাটের ধোলাভিরাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তকমা দিল ইউনেস্কো। মঙ্গলবার এ বিষয়ে ইউনেস্কোর অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল থেকে টুইট করা হয়। ধোলাভিরা, হরপ্পা সভ্যতার পাঁচটি বৃহত্তম নগরের মধ্যে অন্যতম। ধোলাভিরাকে সে যুগের অন্যতম উন্নত শহর বলে মনে করা হয়। এর পরিকল্পিত নগরসজ্জা, উন্নত জল সংরক্ষণ প্রক্রিয়া, আধুনিক নিকাশী ব্যবস্থা সেই সময়ের হিসাবে অকল্পনীয়। বর্তমানে ভারতে অবস্থিত সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এটি। ১৯৬৭-৬৮ সালে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে প্রত্নতাত্ত্বিক জেপি জোশির নেতৃত্বে এই সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়। ধোলাভিরা গুজরাটের কচ্ছ জেলার ভাচাউ তালুকের খাদিরবেটে অবস্থিত। এখান থেকে ১ কিলোমিটার দক্ষিণের এক গ্রামের গ্রামের নামে এর নামকরণ করা হয়। ২৬৫০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ২১০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত এই শহরের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফের বন্য হাতির তান্ডব কৃষ্ণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুলাই।। বন্য হাতির আক্রমণ অব্যাহত গোটা কৃষ্ণপুর এলাকায়। সোমবার রাতের ফের বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত এক পরিবার। ঘটনা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে দক্ষিণ কৃষ্ণপুরের ডিএম কলোনি এলাকায় সোমবার মধ্যরাতের কোনো এক সময়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উক্ত ডি এম কলোনি এলাকার বাসিন্দা অমৃত দেব পেশায় দিনমজুর। কোনো কাজের আছিলায় তিনি এদিন বাড়িতে ছিলেন না।তবে বাড়িতে রয়ে যায় ওনার স্ত্রী এবং এক শিশু পুত্র। বন্য দাঁতাল হাতির তান্ডব শুরু হওয়তে অমৃত বাবুর স্ত্রী শিশু পুত্রকে নিয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিন্তু বন্য দাঁতাল হাতি অমৃত বাবুর একমাত্র বসতঘরটিতে তাণ্ডব চালায়। পরে ঘরে থাকা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অর্থাৎ চালের ড্রাম ধুমরে মোছরে ফেলে চাল খেতে শুরু করে। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এলাকাবাসীরা ছুটে এসে বনদপ্তর এর এডিএস টিম থেকে শুরু করে বনদপ্তরের অফিসে মোবাইল যোগে ফোন করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল বনদপ্তরের আধিকারিক সহ এডিএস টিমের কর্মীরা সেই সময় ফোন টুকুও রিসিভ করেনি বলে অভিযোগ। অন্যদিকে এলাকাবাসীদের অভিযোগ মূলে জানা যায় বনদপ্তর এর আধিকারিকদের এহেন খামখেয়ালিপনায় বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। এলাকাবাসীদের এ অভিযোগ রয়েছে প্রায়শই বন্য দাঁতাল হাতি এলাকায় প্রবেশ করতেই বন কর্মীদের ফোন করা হলে তারা তাদের নানান সমস্যা এলাকাবাসীদের কাছে শ্রবণ করেন। বনদপ্তরের এহেন খামখেয়ালিপনার ঘটনা দীর্ঘদিন যাবত ধরে চলে আসছে। কিন্তু এব্যাপারে তেলিয়ামুড়া ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ ডি এম কলোনি এলাকার এলাকাবাসীদের। ফলে বন্য দাঁতাল হাতি এলাকায় প্রবেশ করতেই এলাকার যুবকদের দৌড় ঝাঁপ, হইহুল্লোড় করে হাতি থেকে বিতারিত করতে হয় জঙ্গলের দিকে। সোমবার মধ্যরাতে বন্য দাঁতাল হাতি উন্মুক্ত তাণ্ডবের মুখে পড়ে অল্পেতে প্রাণে বাঁচলো অমৃত দেবের স্ত্রী সহ এক শিশু পুত্র।

পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের করোনা টিকাকরণে আগ্রহ নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুলাই।। করুনার ভ্যাকসিন গ্রহণের পাহাড়ের বসবাসকারী জনজাতীয় অংশের মানুষেরা উৎসাহ দেখাচ্ছেনা। এনিয়ে ফলোআপ করে সংবাদমাধ্যমে বারবার সংবাদ পরিবেশন করে থাকলেও মহাকুমার প্রশাসন এবং মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কোন হেলদোল না থাকার কারণে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় জনজাতীয় অংশের মানুষেরা করুনার ভ্যাকসিন গ্রহণে এগিয়ে আসছে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর ঘোষণা অনুযায়ী ৩১ জুলাই এর মধ্যে ১০০ু ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন নির্দেশিকা পেয়ে থাকলেও তেলিয়ামুড়া মহাকুমার প্রশাসন এবং মুঙ্গিয়াকামি ব্লক প্রশাসন নড়েচড়ে বসে আজ। মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীনে বিভিন্ন এলাকায় কোভিড ভ্যাকসিন ওই সকল এলাকার মানুষেরা নিতে কেন আগ্রহী নয় সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের তুইওংকা বিদ্যালয়ে। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অতুল দেববর্মা, তেলিয়ামুরা মহকুমা শাসক সহব মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিডিও জয়দেব দেববর্মা। মঙ্গলবার এই সচেতন মূলক বৈঠকে এলাকাবাসীরা দের সাথে তুইঅংক বিদ্যালয় বৈঠক করেন।এই দিনের বৈঠকে এলাকাবাসীর উপস্থিতির হার কম হওয়াতে তুইঅংক এলাকাবাসীদের সাথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলেন এবং ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য সচেতনতা করেন। আগামী দিন ওই এলাকার মানুষরা আশ্বাস দেন সবাই কোভিড ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন গ্রহণ করবেন। এদিকে সচেতন জনগণের অভিমত এতদিন তেলিয়ামুড়া মহকুমার প্রশাসন এবং মুঙ্গিয়াকামি ব্লক প্রশাসন কোথায় ছিল ? এখন এটাই দেখার মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এলাকায় তেলিয়ামুড়া মহাকুমার স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ১০০ু ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে কিনা।

করোনার টিকা নিলেন তেলিয়ামুড়ার প্রবীণ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসীরা ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে না দেখা গেলেও শহর অঞ্চলে কিন্তু ভ্যাকসিন গ্রহণে এগিয়ে আসছে মানুষজনের। বুধবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর এর বিশেষ সহযোগিতায় প্রেসক্লাবে আয়োজিত বিশেষ টিকাকরণ শিবিরে ১০৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ মহিলা চিনু রানী সাহা এসে করোনা টিকা গ্রহণ করেন। ভ্যাকসিন গ্রহণের সময় চিনু দেবীর মুখে ছিল ব্যাপক উৎসাহ।এই বৃদ্ধ মহিলার আগ্রহ লক্ষ্য করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা সাংবাদিক মহলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। বৃদ্ধ মহিলা চিনু সাহার ভেকসিন গ্রহণের খবর পেয়ে উনার বাড়িতে ছুটে যান ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় এবং চিনু রানী সাহার বাড়িতে গিয়ে উনাকে সংবর্ধনা প্রদান করে আসেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন টিকা প্রদান কেন্দ্র গুলি পরিদর্শন করেন। বিধায়িকা প্রেসক্লাবের সামাজিক কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে গোটা রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে ২১শে জুলাই থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া প্রেস ক্লাব সহ মোট ২৫ টি সেন্টারে ভ্যাকসিনাইজেশন প্রক্রিয়া চলে। মঙ্গলবার উৎসবের মেজাজে সাধারণ মানুষ জন করুনার প্রথম এবং দ্বিতীয় ডোজ নিতে ভ্যাকসিনেশন সেন্টার গুলোতে ভিড় জমায়। ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া কেমন চলছে তা ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সরোজমিনে পরিদর্শন করেন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিধায়িকা বলেন, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় মোট ৯৮ শতাংশ ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ব্লক স্তরে ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া মন্থর গতিতে চলছে। কিন্তু আশা করা যায় আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে পৌর এলাকা এবং ব্লক এলাকায় ১০০ু ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তিনি তেলিয়ামুড়া বাসিদের আহ্বান জানান ভ্যাকসিন গ্রহণে সবাই এগিয়ে আসেন।

বিরোধীদের হইচইয়ে অব্যাহত, উভয় কক্ষের অধিবেশন ফের মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): শান্ত হচ্ছেই না সংসদ। বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোলে মঙ্গলবারও স্বাভাবিক কাজকর্ম হল না সংসদের উভয়কক্ষে। মঙ্গলবার লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই পেগাসাস-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা। ফলে বেলা ১১.৪৫ মিনিট পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন। অধিবেশন পরে শুরু হলেও হইহট্টগোল অব্যাহত থাকে, ফলে লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয় বিকেল ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত।

একই পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে রাজ্যসভাতেও। পেগাসাস প্রোজেক্ট রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনার দাবি জানান বিরোধীরা। স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। হইচইয়ের কারণে প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। এরপরেও একাধিক রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয় বিকেল চারটে পর্যন্ত।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক গুরুপূর্ণিমা উৎসব উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে গুরুপূর্ণিমা উৎসব ও গুরু সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান-২০২১ আয়োজন করা হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব) প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। গুরুপূর্ণিমা উৎসব উদ্বোধন করে জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব) বলেন, গুরুপূর্ণিমা হল আমাদের গুরুজনদের প্রতি সম্মান জানানোর একটি বিশেষ দিন। এই দিনে আমরা গুরুদের সম্মান জানাই। তিনি আরও বলেন, আমাদের জীবনের প্রথম গুরুজন হলেন আমাদের বাবা-মা, তারপর রয়েছেন আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুজন। তাদের সকলের উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোই হল গুরুপূর্ণিমা অনুষ্ঠান উদযাপনের প্রধান লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে গুরুপূর্ণিমা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অসীম সাহা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার বিশিষ্ট 'জাদুকলিজা' শিল্পী সুখিনী দেববর্মা ও বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সাথী দেববর্মাকে গুরু সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলা তথ্য ও সংস্ক'তি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অমৃত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের শিল্পীগণ।

মোহনপুর মহকুমায় টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। রাজ্যে ১৮ উর্ধদের একশ শতাংশ কোভিড টিকাকরণের লক্ষ্যে আজ থেকে দু'দিনব্যাপী বিশেষ কোভিড টিকাকরণ অভিযানের সূচনা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ মোহনপুর মহকুমার তুলাবাগান উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, মোহন সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় এবং মোহিনীপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের টিকাকরণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিষ দাস, মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, মোহনপুর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এম ও ই সি ডা. সুধীর দেববর্মা, ডা. আলক নোয়াতিয়া প্রমুখ। টিকাকরণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের সময় শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যে আজ থেকে বিশেষ কোভিড টিকাকরণ অভিযানের সূচনা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য রাজ্যে এই দুই দিনে ১৮ বছর ও তার উর্ধে সকলকে টিকাকরণ করা। তিনি সকলকে টিকাকরণে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান।

শান্তিরবাজারে নেশা কারবারি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ জুলাই।। শান্তির বাজার সেন্ট্রাল স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এক নেশাকারবারীকে আটক করলো এলাকাবাসী। বিগতদিনে শান্তির বাজারের নেশার রমরমা ব্যাবাসা নিয়ে সংবাদপ্রকাশের পরও পুলিশ নেশাকারবারীদের টিকির নাগাল পায়নি। এলাকাবাসী পুলিশকে খবরদিয়েও পুলিশের গাড়ী চালক শিবু দাস ও কনস্টেবেল শুক্লজিৎ দে নেশাকারবারীদের খবর পৌঁছে দেয়। যারফলে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নেশাকারাবারীদের আটক করতে সক্ষম হচ্ছেনা। অবশেষে এই নেশা কারবারীদের হাত থেকে নিজেদের পরিবারের লোকজনদের রক্ষনার্থে এলাকাবাসী সচেতন হয়ে নেশাকারবারীদের আটক করছে। বিগত কয়েকদিন আগে শান্তির বাজার পুরাতন হাসপাতাল রোড সংলগ্ন এলাকায় কয়েকজন নেশাকারবারীদের আটক করে এলাকাবাসী। মঙ্গলবার রাত্রিবেলায় পুনরায় শান্তির বাজার সেন্ট্রাল স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এক নেশাকারাবারীকে আটক করলো এলাকাবাসী। জানাযায় ঐ নেশাকারবারীর কাছথেকে ১৩২ পিস ইয়াভা টেবলেট উদ্ধারকরাহয়। এলাকাবাসী যেই নেশাকারবারীকে আটক করেছে উর নাম সঞ্জয় দাস। ভাগ্যক্রমে সঞ্জয় দাস শান্তির বাজার থানার গাড়ী চালক শিবু দাসের নিকট আত্মীয়। সঞ্জয় দাসের আপন ভগ্নীপতী হলো শিবু দাস। বিগতদিনেও শিবু দাসের নামে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে এসেছে। এরমধ্যে শিবু দাসের শালাবাবু নেশার ব্যাবসার সাথে জরিত থাকায় এলাকাবাসীর দাবী শিবু দাসও এই কাজের সাথে জরিত রয়েছে। যার ফলে শিবু দাস কিছু দিনের মধ্যে শান্তির বাজারে জায়গাক্রয় করে বিশাল অট্টালিকা তৈরি করছে। শিবু দামী মোবাইল ও স্কুটি নেশাকারবারীদের কাছথেকে উপহার পেয়েছে বলে জানাযায়। অপরদিকে থানার কনস্টেবেল শুক্লজিৎ দে সাক্রমে বড় আকারে পেট্রোল পাম্প দিচ্ছে। এই দুইকর্মী শান্তির বাজার থানার সমস্ত খবর নেশাকারবারীদের হাতে সমস্ত তথ্যতুলে দিয়ে মাসিক চান্দা আদায় করে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসী সঞ্জু দাসকে আটক করে শান্তির বাজার থানার পুলিশের হাতে তুলেদেয়। এখন দেখার বিষয় নেশাকারবারীর রাঘব বোয়ালকে আটক করতে পুলিশ কতটুকু সক্ষমহয়।

পেগাসাস প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্তের দাবি মমতার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.) : পেগাসাস প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্তের দাবি করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পেগাসাস নজরদারি কেলেঙ্কারিতে তদন্ত কমিশন গঠন করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। দেশের সমস্ত বিরোধী দল এই পেগাসাসের মাধ্যমে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, বিচারক এবং উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারদের ব্যক্তিগত জীবনে নজরদারির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। দাবি উঠেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগের। এই আবহে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে দাঁড়িয়ে পেগাসাস প্রসঙ্গে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ফের সুর চড়ালেন মমতা। তাঁর কথায়, 'প্রধানমন্ত্রীর উচিত বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া।' এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত হলেও রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা করতে হলে আরটি-পিসিআর টেস্ট করাতে হবে।' এদিন ওই বিষয়টি উল্লেখ করে মমতা বলেন, 'আমার করোনা ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ নেওয়া আছে। তার পরেও আরটি-পিসিআর টেস্টের কথা বলা হচ্ছে। কোথায় ওই টেস্ট করাব? এবার যদি দেখা না হয়, তাহলে পরে কখনও দেখা করব।'

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার হীনমন্যতায় ভুগছে, তাই সরকারি কাজের সমীক্ষায় ভয় পেয়ে গেছে। তিনি বলেন, শাসক দল জনগণের সমর্থন হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ এখন তাঁদের সাথে নেই। এমন-কি, নির্বাচন সামনে, অথচ নতুন কিছু করে দেখানোর সুযোগও তাঁদের নেই। তাই, বহিরাগত সংস্থার সমীক্ষাকে শাসক জোট সহ্য করতে পারছে না।

সাথে তিনি যোগ করেন, বিরোধীদের কর্মসূচি গ্রহণে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আমি দলীয় কাজে কোথাও যেতে চাইলে ভিড় একত্রিত করে বাধা দেওয়া হচ্ছে। মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনেও আপত্তি তাঁদের। এজন্যই আই-প্যাকের সদস্যদের পুলিশ দিয়ে আটকে রেখে হঠকারিতার প্রমাণ দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার, বলেন তিনি।

উত্তেজনা

● আটের পাতার পর

চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মধুপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। তা নিয়ে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায় অভিযুক্ত রুস্তম আলম একনিষ্ঠ বাম কর্মী। বাম সরকার থাকাকালীন সময়েও তিনি বিভিন্ন চোর ডাকাতি ছিনতাই খুন ইত্যাদি কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই তাদের কঠোর শাস্তি দাবি তুলেছে।

পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

তাতে ৩৫৬৮ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এবং এর মধ্যে ৩২৭৪ প্রার্থীকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। ৪০ মাসে মোট ৩০৫৭ জনকে টেট, এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি পদে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে।

চালান

● প্রথম পাতার পর

এরপর মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় লোকজনদের নিয়ে থানার পুলিশ বাটি চালানের ব্যবস্থা করে যদিও খবর লেখা পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের কোনো খবর নেই।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রে মানুষ টিকা নিতে আসতে চাইছেন না বলে আমার কাছে খবর ছিল, দুই জেলার এই টিকাকরণ কেন্দ্রগুলিতেই আজ আমি পরিদর্শন করেছি। কিন্তু টিকা নিতে আগত সমস্ত অংশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে মানুষ টিকাকরণ নিয়ে কতটা উৎসাহী। এই কোভিড অতিমারি পরিস্থিতিতেও রাজ্যের মানুষের রোজগার, খাদ্য ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আর সেই লক্ষ্যেই প্রয়োজন রয়েছে এমন পরিবারের জন্য বিনামূল্যে রেশন সামগ্রীর প্যাকেট এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১,০০০ টাকা করে অর্থরাশি প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কোভিড অতিমারি পরিস্থিতিতেও রাজ্যের এডিসি এলাকার ১২টি অ্যাসপিরিশন্যাল ব্লক সহ সমগ্র রাজ্যে এমজিএনরেগায় ভালো সংখ্যায় কাজ হয়েছে। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর কল্যাণে যে কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত করছেন তার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যবাসীও। টিকা নিতে আগত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সাথে সেলফি পয়েন্টে ছবিও তুলেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে রাস্তার দুধারে ভিড় জমান বিভিন্ন অংশের মানুষ। কেউ হাত নেড়ে, কেউ আবার ফুল দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, টিকাকরণ নিয়ে একটা অংশ বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। কিন্তু খোয়াই এবং উনকোটি জেলায় রাজ্যের সচেতন নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি তাঁদের জন্য মোক্ষম জবাব। টিকাকরণ কেন্দ্রগুলোতে টিকা নিতে আগত এত সংখ্যায় মানুষের উপস্থিতি দেখে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, রাজ্য সরকার দু-দিনব্যাপী ১৮-উর্ধ্বরে ১০০ শতাংশ টিকাকরণের যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তাতে সাফল্য আসবেই।

উল্লেখ্য, আগামী দীপাবলি পর্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে এমন অংশের মানুষের জন্য ৫ কেজি করে চাল প্রদানের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সাথে রাজ্য সরকারও প্রয়োজন রয়েছে এমন পরিবারের জন্য রেশন সামগ্রী এবং অর্থরাশি প্রদানের যে উদ্যোগ নিয়েছে তার জন্য ভ্যাকসিন নিতে আগত কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত পথে দেশব্যাপী টিকাকরণের যে কর্মযজ্ঞ চলছে ত্রিপুরায় ভ্যাকসিনেশনের এই প্রয়াস তাতে গতি সঞ্চার করবে। এদিন উনকোটি জেলার গৌরনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশে অবস্থিত কালীমন্দির পরিদর্শন করে পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করেন তিনি। পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বিবেকানন্দ বিচারমঞ্চের প্রতিনিধিরা। খোয়াই জেলার টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, খোয়াইয়ের জেলাশাসক স্মিতা মল, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব অমিত রক্ষিত, খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা সহ বিভিন্ন আধিকারিকগণ। অন্যদিকে কৈলাসহরে টিকাকরণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, উনকোটির জেলাশাসক ইউকে চাকমা, উনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস সহ পদস্থ আধিকারিকগণ।

বাঙালীর

● প্রথম পাতার পর

পুনর্বাসন দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার এজন্য ৬০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। সরকারি আর্থিক আনুকূল্যে রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরাতে পুনর্বাসন দেওয়া শুরু হয়েছে। পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে রিয়াং শরণার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে চলেছে।

২৫ শে জুলাই উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ায় সরকারি জমিতে রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন দিতে গিয়ে শিবির বা শিরোনাম স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তাতে ১৩ জন আহত হন। বেশকিছু বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। রাজ্যের যেসব জায়গায় রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন" দেওয়া হচ্ছে সেসব এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আমরা বাঙালি দল অভিযোগ করেছে ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গায় যেসব ও উপজাতির মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপত্তাজনিত কারণে অন্যত্র এখনো আশ্রিত রয়েছেন রয়েছেন তাদেরকে পুনর্বাসন কিংবা ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না বর্তমান সরকার।

অবিলম্বে তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। এদিকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা আইপ্যাক কর্মীদের উপর প্রশাসনের অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল।

পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

গাড়ির ভিতরে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রাখা ছিল।

গাড়ি থেকে ধৃত চার পাচারকারীকে জনৈক কালা মিয়াঁর ছেলে মানিক মিয়াঁ (২২), ইমান মিয়াঁর ছেলে আমিনুল ইসলাম (২১), আবুল কাসিমের ছেলে ইমান হুসেন (৩০) এবং গোপাল দাসের ছেলে ধনঞ্জয় দাস (৪১) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ধৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি ত্রিপুরার সিপাহিজলার জেলার সোনামুড়া থানার রবীন্দ্রনগরের শোভাপুর গ্রামে। বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজাগুলোর আনুমানিক বাজারমূল্য ১১ লক্ষ টাকা হবে বলে জানানো হয়ে। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

মমতার

● প্রথম পাতার পর

পর্যাপ্ত পরিমাণ টিকা দেওয়া হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি, বাংলার জনসংখ্যার অনুপাতে টিকা দেওয়া হোক।"মমতা বলেন, "রাজ্যে টিকাকরণের হার যথেষ্টই ভাল। সংক্রমণ ৩৩ শতাংশ থেকে কমে এক শতাংশে নেমে এসেছে। তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আগে সবার করোনা টিকাকরণ সম্পূর্ণ করতে চাই। উনি বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাকে কেন্দ্র করে আঠার ভোলা এলাকায় এখনও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এর জল বহুদূর পর্যন্ত গড়ানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পুলিশ অবশ্য পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

দুই মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

্যকরলে তারা চলে যেতে পারেন। তবে একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশ তাদের মুক্ত করে দিলেও নজরদারীতে রাখছে।

ক্রীড়াঙ্গন

টেবিল টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ হেরে গেলেন শরথ কমল

টোকিও, ২৭ জুলাই (হি.স.): হেরে গেলেন শরথ কমল।টোকিও অলিম্পিকের টেবিল টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গেলসে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মা লংয়ের কাছে তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ হেরে গেলেন শরথ। শরথ ম্যাচ হারেন ৭-১১, ১১-৮, ১১-১৩, ৪-১১, ৪-১১ গেমে। সব মিলিয়ে ৪৬ মিনিট লড়াই চালান ভারতীয় তারকা। র তৃতীয় রাউন্ডে।রিও অলিম্পিক্সে সোনা জয়ী

মনিকা বাত্রা ও সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় আগেই পরাজিত হয়েছিলেন। মিক্সড ডবলসে আগেই পরাজিত হয়েছিল মনিকা বাত্রা-শরথ কমল জুটি। এবার মেনস সিঙ্গেলসের তৃতীয় রাউন্ডেও রিও অলিম্পিকে সোনা জয়ী চিনের মা লং-এর বিরুদ্ধে পরাজিত হলেন শরথ। প্রথম থেকেই সকলে জানতেন শরথের লড়াইটা রিও অলিম্পিক্সে সোনা জয়ী লং-এর বিপক্ষে ভীষণ কঠিন হতে চলেছে। তবে ৪৬ মিনিটের ম্যাচের প্রথম দিকে আপ্রাণ চেষ্টা করলেও পড়ে আর লড়াইটা চালিয়ে যেতে পারেননি অভিজ্ঞ ভারতীয় টেবিল টেনিস তারকা। প্রথম গেম হারার পর দ্বিতীয় গেম জিতেও নেন শরথ। তৃতীয় গেমেও চলে টানটান লড়াই 'সর্বকালের সেরা'র বিরুদ্ধে ৭-১১, ১১-৮, ১১-১৩, ৪-১১, ৪-১১ গেমে তামিলনাড়ুর ৩৯ বছর বয়সী টেবিল টেনিস তারকা।

-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ম্যাচ জিতেও পরের রাউন্ডে যেতে ব্যর্থ ভারতের সাত্ত্বিক-চিরাগ

টোকিও, ২৭ জুলাই (হি.স.): ব্যাডমিন্টে পুরুষদের ডাবলসে ম্যাচ জিতলেও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারলেন না সাত্ত্বিক সাইরাজ ও চিরাগ শেট্টি জুটি। মঙ্গলবার ব্রিটেনের বেন লেন ও সিয়ান ভেন্ডি জুটির বিরুদ্ধে ব্যাডমিন্টের মেনস ডাবলস ম্যাচ জিতলেন সাত্ত্বিক-চিরাগ। এই ম্যাচ সাত্ত্বিকরা জিতলেও গেম ডিফারেন্সের নিরিখে এ-গ্রুপ থেকে শেষ আটে জায়গা করে নেয় ইন্দোনেশিয়া ও চাইনিজ তাইপে। টোকিও অলিম্পিকে মঙ্গলবার সাত্ত্বিক সাইরাজ ও চিরাগ শেট্টি ব্যাডমিন্টের মেনস ডাবলস পর্বের তৃতীয় ম্যাচে মঙ্গলবার ব্রিটেনের বেন লেন ও সিয়ান ভেন্ডি জুটির বিরুদ্ধে জয় পেলেন ২১-১৭, ২১-১৯ ব্যবধানে। কিন্তু গ্রুপে তৃতীয় স্থানে শেষ করায় পরের রাউন্ডে যেতে পারলেন না তাঁরাও। প্রথম দুই দল হিসেবে পরের পর্বে পৌঁছে গেল ইন্দোনেশিয়া এবং চাইনিজ তাইপেই। গ্রুপ পর্বে তিনটির মধ্যে দুটো ম্যাচ জিতেও তাই বিদায় নিতে হল চিরাগদের।

ইন্দোনেশিয়া ও চাইনিজ তাইপের জুটিরা সমসংখ্যক ম্যাচ জেতায় মোট কতগুলি গেমে জিতেছে কোন দল সেই হিসাবে পরের রাউন্ডে যাওয়ার যোগ্যতা নির্ণয় করা হয়। ভারতীয় দলের ৪-৩ তুলনায়, ইন্দোনেশিয়া ও তাইপে জুটির পক্ষে গেম সংখ্যা যথাক্রমে ৫-২ ও ৫-৩ থাকায় ভারত তিন নম্বরেই শেষ করে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচ বাদে গোটা টুর্নামেন্টে নিজেদের দক্ষতার যথেষ্ট প্রমাণ দেয় ভারতীয় জুটি।

হকিতে স্পেনকে ৩-০ গোলে হারাল ভারত

টোকিও, ২৭ জুলাই (হি.স.): অলিম্পিকে টিকে থাকতে এই ম্যাচে জিততেই হত তাদের। আর সেটাই করে দেখাল ভারতীয় দল। টোকিও অলিম্পিকে হকিতে মঙ্গলবার নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্পেনকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে ভারত। ভারতের হয়ে জোড়া গোল করেন রুপিন্দর পাল সিং। একটি গোল সিমরনজিত সিংয়ের।

প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে টোকিও অলিম্পিকে ছেলেদেরে হকি অভিযান শুরু করে ভারত। যদিও দ্বিতীয় ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে বিধ্বস্ত হতে হয় ভারতীয় দলকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হারের পর স্পেনের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াল ভারতের হকি দল। ৩-০ গোলে স্পেনকে হারাল ভারতের ছেলেরা। এদিন প্রথম ১৫ মিনিটেই দুই গোলে এগিয়ে যায় ভারত। শুরু থেকেই একের পর এক পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেয় তারা। চতুর্থ পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন রুপিন্দর পাল সিং। শেষ কোয়ার্টারে আরও একটি গোল পান রুপিন্দর। ভারতের হয়ে ১৪ মিনিটে আরও একটি গোল করেন সিমরনজিৎ সিং। যার ফলে ৩-০ গোলে স্পেনকে হারাল ভারতের ছেলেরা।

পুল-এ''র তিন ম্যাচে ২টি জয়-সহ ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ভারত আপাতত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ৬ দলের প্রতি পুল থেকে ৪টি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেবে। গ্রুপে ভারতের ম্যাচ বাকি রয়েছে আর্জেন্তিনা ও জাপানের বিরুদ্ধে।

— হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

অলিম্পিকে রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারু কেলি ম্যাককিওন

টোকিও, ২৭ জুলাই (হি.স.): টোকিও অলিম্পিকে রেকর্ড গড়ে সাঁতারে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকের সোনা জিতলেন অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারু কেলি ম্যাককিওন। মঙ্গলবার টোকিওর একুয়াটিকস সেন্টারে মাত্র ৫৭.৪৭ সেকেন্ডে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক শেষ করে সোনা জেতেন ২০ বছর বয়সী কেলি। এই ইভেন্টে রৌপ্য পদক জিতেছেন কানাডার কাইল ম্যাসি। তিনি সময় নিয়েছেন ৫৭.৭২ সেকেন্ড। অন্যদিকে ৫৮.০৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন আমেরিকার প্রতিযোগী রেগান স্মিথ।

মহিলাদের সাঁতারে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকের বিশ্বরেকর্ড তারই দখলে। এবার টোকিও অলিম্পিকে মাত্র ৫৭.৪৭ সেকেন্ডে সাঁতারে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক শেষ করে রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন স্ট্রেলিয়ার সাঁতারু কেলি ম্যাককিওন। তিনি ভেঙেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেগান স্মিথের করা ৫৭.৮৬ সেকেন্ডের রেকর্ড। তবে অলিম্পিক রেকর্ড গড় লেও অল্পের জন্য নিজের করা বিশ্বরেকর্ড ভাঙা হয়নি কেলির। চলতি বছরের জুনে ৫৭.৪৫ সেকেন্ডে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক শেষ করেছিলেন কেলি। এবার নিয়েছেন ০.০২ সেকেন্ড বেশি। অলিম্পিক রেকর্ড গড়ার পথে রেসটা মোটেও সহজ ছিল না কেলির জন্য। প্রথম ৫০ মিটারে এগিয়ে ছিলেন রৌপ্য জেতা কাইল ম্যাসি। তবে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষের ৫০ মিটারে বাজিমাত করেন কেলি।

সোনা জেতার পর তিনি বলেছেন, 'শেষের ২০ মিটার বাকি থাকতে আমার পা ব্যথা করছিল। আমি নিশ্চিত টিভিতেও এটি স্পষ্ট বোঝা গেছে। তবে এসব মাথায় রেখেই আমি অনুশীলন করেছি। আমি জানতাম শেষ দিকে ভালো করলেই পদকের মঞ্চে দাঁড়াতে পারব আমি।' —

ফের অঘটন, অ্যাশলে বার্টির পর এবার বিদায় নিলেন নাওমি ওসাকা

টোকিও, ২৭ জুলাই (হি.স.): একের পর এক অঘটন ঘটে চলেছে টোকিও অলিম্পিকের টেনিস আসরে। এবার মহিলাদের সিঙ্গেলস থেকে বিদায় নিলেন বিশ্বের দুই নম্বর তারকা ও সদ্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ী জাপানের তারকা নাওমি ওসাকা। নিজের দেশেই তাঁর ছন্দ পতন ঘটল। চলতি টোকিয়ো অলিম্পিক্সে মহিলাদের সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউন্ডে চেক প্রজাতন্ত্রের মার্কেতা ভন্ড্রোসোভার কাছে হেরে গেলেন বিশ্বের দুই নম্বরে থাকা এই জাপানি তারকা। এদিনের খেলার ফলাফল ১-৬, ৪-৬।ঘরের মাঠে মাত্র ৬৭ মিনিটেই হেরে গেলেন ওসাকা।

২০১৯ সালে ফরাসি ওপেনের ফাইনালে হেরে যাওয়া ভন্ড্রোসোভার কাছে ওসাকা এ দিন দাঁড়াতেই পারেননি। পুরো ম্যাচে ৩২টি আনফোর্সড এরর করেন। অন্য দিকে ভন্ড্রোসোভার আনফোর্সড এরর ছিল মাত্র ১০টি। আর সেখানেই ওসাকার হার নিশ্চিত হয়ে যায়। ২০২০ অস্ট্রেলীয় ওপেনের পর এই প্রথম বার কোনও হার্ড কোর্ট ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই বিদায় নিলেন ওসাকা।

এদিনের ম্যাচের হারের ফলে এবারের মত অলিম্পিক থেকে খালি হাতে বিদায় নিলেন নাওমি ওসাকা। পদক জয়ের স্বপ্ন পূরণ হল না। সাংবাদিকদের সঙ্গে আর কথা বলবেন না জানিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ওসাকা। মানসিক অবসাদের কারণ দেখিয়ে গত জুনে ফরাসি ওপেনের মাঝপথ থেকে সরে গিয়েছিলেন। উইম্বলডনেও খেলেননি। আর এ বার নিজের দেশে অলিম্পিকে ছন্দ পতন ঘটল। মঙ্গলবারও হারের পরেও তিনি সাংবাদিকদের এড়িয়ে গিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, এবারের অলিম্পিকে টেনিসের প্রথমেই ছিটকে গিয়েছিলেন মহিলাদের এক নম্বর তারকা অ্যাশলে বার্টি। আর পুরুষদের সিঙ্গেলস থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডি মারে। এরপরে তিন নম্বরে থাকা অ্যারিনা সাবালেঙ্কাও হারের মুখ দেখেছিলেন।

আর্টিস্টিক জিমন্যাসটিক্সের দলগত ফাইনাল থেকে নাম তুলে নিলেন সিমোনে বাইলস

টোকিও, ২৭ জুলাই (হি.স.): চলতি টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ফের অঘটন। আর্টিস্টিক জিমন্যাসটিক্সের দলগত ফাইনাল থেকে নাম তুলে নিলেন সিমোনে বাইলস। কী কারণে ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকসের সোনাজয়ী সরে দাঁড়ালেন, তা নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। যদিও এবিষয়ে তাঁর দেশের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন তত্ত্ব ছড়িয়েছে।

একটি মহলের বক্তব্য, মঙ্গলবার প্রথম ভল্টের সময় সম্ভবত তাঁর ডান পায়ে চোট লেগেছিল। নামার সময় কিছু ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। পুরো দু''পায়ে নামতে পারেননি। যা বাইলসের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। সেভাবেই চোট লেগে যাওয়ায় বাইলস ফাইনাল থেকে নাম সরিয়ে নিয়েছেন বলে দাবি করা হয়। কয়েকটি রিপোর্টে দাবি করা হয়, এক প্রশিক্ষকের সঙ্গে অ্যারিয়েক জিমন্যাসটিক্স সেন্টার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা জিমন্যাস্ট। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে প্রস্তুতি শুরু করলেও শেষপর্যন্ত আর ফাইনালে নামেননি। যদিও আমেরিকার এক কোচকে উদ্ধৃত করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি জানিয়েছে, 'চোট-আঘাত সংক্রান্ত কোনও কারণে' দলগত ইভেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে যাননি বাইলস। ওই কোচ জানিয়েছেন যে বাইলসের 'কিছু মানসিক সমস্যা হচ্ছিল।'

করোনা আক্রান্ত ক্রুণাল, স্থগিত হয়ে গেল ভারত-শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টি ম্যাচ

কলম্বো, ২৭ জুলাই (হি.স.): করোনা আক্রান্ত শ্রীলঙ্কা সফররত জাতীয় দলের অলরাউন্ডার ক্রুনাল পান্ড্য। যার জেরে আচমকাই স্থগিত হয়ে গেল ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। মঙ্গলবার টুইটারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)-এর তরফে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে যে, জাতীয় দলের অলরাউন্ডার ক্রুণাল পান্ড্যর করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। যার জেরে স্থগিত হয়ে গিয়েছে ম্যাচ।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ক্রুণাল পান্ড্যর করোনার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। যে কারণে তাঁকে নিভৃতবাসে পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শে আসার জন্য মোট আটজন ক্রিকেটারকে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে যেতে হয়েছে।

সূত্রের খবর, আপাতত ভারত ও শ্রীলঙ্কা, দুই দেশের সমস্ত ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদেরই আইসোলেশনে যেতে হয়েছে। কারণ, চলতি সফরে ভারত ও শ্রীলঙ্কা বেশ ঘনঘন ম্যাচ খেলছে। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ হয়েছে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে, রবিবার। সেই ম্যাচে ক্রুণাল খেলেছিলেন। যার অর্থ, সেদিনও দুই দলের ক্রিকেটারেরাই মাঠে বা টিমবাসে ক্রুণালের সংস্পর্শে এসেছেন।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড থেকে জানানো হয়েছে যে, মঙ্গলবারই দুই দলের সমস্ত ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের মঙ্গলবার নতুন করে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ এলে তবে আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার স্থগিত হয়ে যাওয়া দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি খেলা হবে।

অলিম্পিকে ফের করোনার হানা, নতুন করে আক্রান্ত ৪ জন

টোকিও, ২৭ জুলাই (হি.স.): অলিম্পিক ভিলেজে ফের করোনার হানা। নতুন করে চার জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। জাপানের সংবাদসংস্থার খবর অনুযায়ী, দুই অ্যাথলিট-সহ মোট চারজন আক্রান্ত হয়েছেন। এই নিয়ে অলিম্পিকে মোট ১৫৫ জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। গেমস ভিলেজের মধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন ২০ জন।

করোনার কারণে আগের বছর অলিম্পিক হওয়ার কথা থাকলেও তা করা যায়নি। সেই কারণে কঠিন জৈব সুরক্ষা বলয়ে রয়েছেন ক্রীড়াবিদরা। তবুও ঠেকানো যায়নি করোনার আক্রমণ। সোমবার নেদারল্যান্ডসের টেনিস খেলোয়াড় জাঁ-জুলিয়েন রজার করোনা আক্রান্ত হন। ফলে এবারের অলিম্পিক থেকে বিদায় নিতে হল তাঁকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ডাবলসে ওয়েসলি কুলহফের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলার কথা তাঁর। সেটাও আর হবে না।

বক্সিংয়ের কোয়ার্টার ফাইনালে লভলিন, পরাজিত জার্মানির বক্সার নন্দিন

টোকিও, ২৭ জুলাই (হি.স.): টোকিও অলিম্পিকে বক্সিংয়ের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন ভারতীয় বক্সার লভলিনা বড়গোহাঁই। জার্মানির নন্দিন অ্যাপেজকে ৩-২ ব্যবধানে হারালেন তিনি। মীরাবাই চানুর পর অলিম্পিক্সে অবশেষে সাফল্য ভারতের। মেয়েদের ওয়েল্টার ওয়েট বিভাগে (৬৪-৬৯ কেজি) প্রথম রাউন্ডে রক্ষমাত্মক ভঙ্গিতে শুরু করেন লভলিনা। দ্বিতীয় রাউন্ডে সুযোগ মতো আক্রমণে ওঠেন।

প্রথম রাউন্ডে তিন বিচারক ভারতীয় বক্সারকে এগিয়ে রাখেন। দু'জন রায় দেন জার্মান বক্সারের পক্ষে। দ্বিতীয় রাউন্ডেও একই ছবি দেখা যায়। তিনজন বিচারক এগিয়ে রাখেন লভলিনাকে। তৃতীয় রাউন্ডেও তিনজন বিচারককে পাশে পান ভারতীয় তারকা। সব মিলিয়ে ৩-২ ব্যবধানে প্রথম ম্যাচে জয় তুলে নেন লভলিনা। জার্মান বক্সারকে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন লভলিনা

দলের সমস্ত সদস্যের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ এলে বুধবার, ২৮ জুলাই স্থগিত হয়ে যাওয়া দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা হবে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে যে, ক্রুণালের সংস্পর্শে এসেছে, এরকম আটজন ক্রিকেটারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের নিভৃতবাসে পাঠানো হচ্ছে।

পাশাপাশি

গোটা বিষয়ের সঙ্গে ওয়াকিবহাল বোর্ডের এক জানিয়েছেন যে, ক্রুণালের করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। তবে সিরিজ বাতিল হয়ে যায়নি বলে জানিয়েছেন ওই কর্তা। তাঁর কথায়, বাকি সকল ক্রিকেটারের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এলে বুধবারই দ্বিতীয় ম্যাচ খেলা হবে। প্রসঙ্গত, একদিনের সিরিজ জেতার পর টি-টোয়েন্টি সিরিজেও প্রথম ম্যাচ জিতে এগিয়ে রয়েছে শিখর ধবনের ভারতই। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি শ্রী আসাধুর রহমান (২৮) পিতা মদম্মদ রমজান আলী সাং-রাধানগর থানা-ফটিকরয় ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত ১৪.০৭.২০২১ইং তারিখে বাড়িহইতেবাহির হয় কিন্তু আর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা ঃ- বয়স ২৮ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চ, গায়ের রং-কালো, চুল-কালো। ফটিকরায় থানার জি ডি ই নাম্বার ২৬ তারিখ ১৪.০৭.২০২১।

উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা

১) এস পি ঊনকোটি কৈলাসহর ফোন নং- ০৩৮২৪-২২২৩৯২

২) এস ডি পি ও কুমারঘাট ফোন নং-০৩৮২৪-২৬১২৮৮

৩) ও সি ফটিকরয় থানার ফোন নং- ০৩৮২৪-২৬১৫৮৮

ICA-D-563/2021-22

The Executive Engineer-III, UDD, Agartala, Tripura (West) invites e-tender against press Nle-T NO:03/EE-III/UDD/EW/2021-22 dated 23 /07/2021

For "Project development consultant for preparation of DPR for development of 7(seven) districts head quarter under 15th finance commission grants".

Bid processing Charge Rs.5,000.00

Earnest Money Deposit:- Rs. 2,52,350.00

Time of Completion — 06 (six) month

Period of downloading of kidding document :tFrom 24th July'2021 at 2.00 pm to 23rd August'2021 up to 3.00PM

Last Date of bid submission — 23rd August'2021 up to 3.00PM

For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer-III,
Urban Development Department
Agartala,Tripura

ICA-C-1494/2021-22

PNIT NO: e-PT-XXIV/EE/RD/ABS/2021-22 DATED-22/07/2021

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **3.00 P.M. on 04/08/2021** for 01(one) no. Construction of pucca bridge at Dumburnagar RD Block under the jurisdiction of R.D Ambassa Division . For details visit webpe **https://tripuratenders.gov.in** and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrggrltrum will be available in the website only. Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth and also requested to use mask on face and to keep maintain social distance to avoid COVID-19 pandemic.

[Er.S. Biswas]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

ICA-C-1480/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: WIED/AMB/10/2021-22 **Dated: 23.07.2021**

The **Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below;

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING
1	Proposed 1000 seated capacity town hall at Kumarghat, Unakoti Tripura / SH: Providing E.I i/c Stage lighting, sound system and fire detection system thereof. **DNIT No. SE(Elect.)/Project Unit/ PWD(Buildings)/DNIT/15/2021-22**	₹ 1,15,21,173.00	Upto **17.00 Hrs.** on **16.08.2021**

Detailed Tender Notice/Forms/Termer Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Ajit Ghosh)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura.

ICA-C-1485/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No : 26/EE/DWS/AGT-II/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites on behalf of the Government of Tripura the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate lassregistered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/ P&T/Other State PWD/Central & State Sector. up to 3:09,PM on 13/08/2021 for the work following work:

SL. NO.	NAME OF WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No.- 60/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
2.	DNIe-T No.- 61/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
3.	DNIe-T No.- 62/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
4.	DNIe-T No.- 63/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
5.	DNIe-T No.- 64/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
6.	DNIe-T No.- 65/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
7.	DNIe-T No.- 66/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
8.	DNIe-T No.- 67/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
9.	DNIe-T No.- 68/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
10.	DNIe-T No.- 79/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
11.	DNIe-T No.- 70/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
12.	DNIe-T No.- 71/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
13.	DNIe-T No.- 72/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
14.	DNIe-T No.- 73/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
15.	DNIe-T No.- 74/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
16.	DNIe-T No.- 75/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
17.	DNIe-T No.- 76/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
18.	DNIe-T No.- 77/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22	₹ 72,61,538.00	₹ 72,615.00	180 days	Appropriate Class
19.	DNIe-T No. - 181/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2020-21	₹ 17,02,950.00	₹ 17,030.00	180 days	Appropriate Class

- **Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 23/07/2021 at 18.00 hours.**
- **Last date and Time for DocumenLDfownloading and Bidding-13/08/2021 up to 15.00 hours.**
- **Date and Time for Opening of Bid 13/08/2021 at 16.00 hours (If Possible).**
- This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on-Website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in

For and on behalf 4of the Governor of Tripura
(Er. A . Debnath)
Executive Engineer
DWS Division, Agt-II, Agartala.

ICA-C-1490/2021-22

মঙ্গলবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে গুরুপূর্ণিমা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুলাই।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার, বিশ্রী ভাষার মাধ্যমে অপপ্রচার করে এক যুবক। আর তা দেখে গোটা এলাকায় শাসক দল থেকে আরম্ভ করে জনগণের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।পরবর্তী সময়ে মঙ্গলবার বিকাল বেলা কমলাসাগর বিজেপি মন্ডলের পক্ষ থেকে দক্ষিণ কইয়াডেপা তালতলার সে যুবক রুবেল খানের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় ।তাকে প্রশ্ন করা হয় কেন সেই অপপ্রচার করা হয়েছে তা ঠিক হয়নি।

এমন সময় রুবেল খান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ঘর থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আসে। তার সঙ্গে সাহায্য করে তার বাবা রুস্তম আলম, ভাই ওবেল খান এবং কাকা খোরশেদ আলম। মুহুর্তের মধ্যে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছুটে আসে মধুপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করতে পারলেও পালিয়ে যায় খোরশেদ আলম। উদ্ধার করা হয় ধারালো অস্ত্র পরবর্তী সময়ে তাদেরকে নিয়ে আসে মধুপুর থানায়। একটা সময় মধুপুর থানার সামনে প্রচুর সংখ্যক বিজেপি কর্মীর জড়ো হয়ে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলে।

এদিকে কমলাসাগর বিজেপি মন্ডলের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক ধারায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়া উপ-ডাকঘরে কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া উপ-ডাকঘরে কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠেছে। পোস্ট মাস্টার থেকে শুরু করে বাকি কর্মীদের খামখেয়ালীপনায় পরিষেবা তলানীতে। সাড়ে দশটা এগারোটা বেজে যায় অফিস খুলতে।যার ফলে পোস্ট অফিসে স্বাভাবিক কারণেই মানুষজনের ভীড় জমে যায়।করোনাকালিন পরিস্থিতিতে থাকেনা সামাজিক দূরত্ব। শুধু একদিন নয়, ভোক্তাদের অভিযোগ প্রতিনিয়ত এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।সময় মত পোস্ট অফিস খোলা হচ্ছে না। বিলোনিয়া শহরের একমাত্র ডাকঘর বিলোনিয়া উপ ডাকঘর। ডাকঘরের পোস্ট মাস্টার জয়দেব দাসের খামখেয়ালিপনার কারণে ভোগান্তির অন্ত নেই ভোক্তাদের। মঙ্গলবারও সাড়ে দশটায় অফিসের দরজা খোলা হয়।

এর আগে থেকেই দীর্ঘক্ষন লাইনে দাঁড়িয়ে ভোক্তারা অপেক্ষা করছেন। অফিস খোলার পর দেখা যায়, না আছে পোস্টমাস্টার, না আছে একাউন্টেন্ড,কেউই নেই। একমাত্র ডাক পিয়নরা তাদের নিজস্ব কাজ করছে। কিন্তু যারা জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত একাউন্টেন্ড সহ সেকশনের কোন লোক নেই। পোস্টমাস্টার নিজেও নেই। এ বিষয়ে একাউন্ট চেকসান এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে জিজ্ঞাসা করলে উনিও কোনো কথা বলতে রাজি হননি। পোস্টমাস্টার জয়দেব দাসকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে উনি উল্টো রাত নয়টা পর্যন্ত কাজ করার অজুহাত তুলেন। কি কারনে আজকে সাড়ে দশটার পরে অফিস খোলা হল,বা প্রতিনিয়ত অফিস দেরি করে খোলা হচ্ছে সে বিষয়ে জানতে চাইলে উনি কোনো সদত্তর দেননি।

বিলোনিয়ার একমাত্র পোস্ট অফিসের এই ধরনের কান্ড কারখানাকে ঘিরে মহকুমার জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অবিলম্বে পোস্ট অফিসে নিয়মকানুন ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

পুত্রের হাতে আক্রান্ত মা-বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। বিশালগড় থানা এলাকার ঘনিয়া মারায় কুলাঙ্গার পুত্রের হাতে আক্রান্ত হয়েছে মা-বাবা। এ ব্যাপারে বিশালগড় মহিলা থানায় অভিযুক্ত গুণধর পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ছেলের হাতে রক্তাক্ত মা ও বাবা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঘনিয়ামাড়া এলাকার নসু মিয়ার ছেলে জালাল মিয়া মোবাইল চার্জারের বিষয়কে কেন্দ্র করে মাকে এলোপাথাড়ি আক্রমণ করতে থাকে। সে খবর পেয়ে নসু মিয়া জমি থেকে দৌড়ে এসে স্ত্রীকে ছেলের হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে যান। তখন ঐ ছেলের হাতে মার খেতে হল বাবাকেও। জালাল মিয়া বিভিন্ন নেশা বাণিজ্য সহ বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িত।আজ বাড়িতে পারিবারিক সামান্য কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে মা ও বাবার উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি বাবাও। ছেলের হাতে মা-বাবা রক্তাক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে গোটা ঘনিয়া মাড়াএলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার পর থেকে স্থানীয় লোকজন খোঁজাখুঁজি করতে থাকে নসু মিয়াকে। নসু মিয়া ঘটনাস্থল থেকে গা ঢাকা দিয়েছে।।

পিতা নসু মিয়া ও উনার স্ত্রী বিশালগড় মহিলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ছেলে জালাল মিয়ার বিরুদ্ধে। এখন দেখার বিষয় বিশালগড় থানার পুলিশ সেই ঘনিয়ামাড়া এলাকার জালাল মিয়াকে গ্রেপ্তার করতে পারে কিনা।সেদিকে তাকিয়ে আছে এলাকার জনগণ। মা ও বাবার উপর আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছি:ছি: রব উঠেছে।

ওষুধের দোকানে নেশা সামগ্রী বিক্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। সদর উত্তরের দমদমিয়া বাজারের একটি ওষুধের দোকানে অবৈধভাবে নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রি করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা ওষুধের দোকানের মালিকসহ তিনজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। পুলিশ নয়, ড্রাগস জাতীয় নেশা দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান জারি রাখল সাধারণ নাগরিকরাই।ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কেই আটকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে।

ঘটনা সদর উত্তরের দমদমিয়া বাজারে।বাজারের একটি ঔষধের দোকানে চলছে রমরমিয়ে ড্রাগস ও নানান নেশা টেবলেটের বাণিজ্য।প্রতিদিন বিকেলের পর থেকেই লেম্বুছড়ার কোবরা পাড়া,সেনাপতি পাড়া,সিপাহি পাড়ার যুবক যুবতিরা গিয়ে ভীড় জমায় ড্রাগস ও নেশার টেবলেট নিতে।দমদমিয়া বাজারের বিশ্বনাথ মেডিসিন দোকানে এসব অবৈধ কার্যকলাপ চলছে দীর্ঘদিন ধরে।সোমবার রাতে লেম্বুছড়ার সাধারণ নাগরিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঘেরাও করে রাখে দমদমিয়ার এই ঔষধের দোকানটিকে। সেখানে দুজন ড্রাগস নেওয়া যুবককেও আটক করতে সক্ষম হয় তারা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় লেম্বুছড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশের সঠিক সময়ে উপস্থিতির ফলে পরিস্থিতি বেগতিক দিকে আর মোড় নিতে পারেনি।পুলিশ ওষুধের দোকানের মালিক বাবুল মল্লিক, দোকানের মধ্যে আটক হওয়া যুবক মুন্না দাস ও শ্রীদাম দেববর্মাকে তুলে ফাঁড়িতে নিয়ে যায়।পরবর্তী সময় প্রায় শতাধিক লোক লেম্বুছড়া ফাঁড়িতে গিয়ে আটক এই তিনজনের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যাবস্থা গ্রহনের জন্যে দাবি জানান। ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার খোকন দাস কথা বলে শান্ত করান তাদের।আটক তিনজনের মধ্যে শ্রীদাম দেববর্মা লেম্বুছড়ার শংকর সেনাপতি পাড়ার বাসিন্দা।অপর দুইজন বড়জলা টিআরটিসি পাড়ার বাসিন্দা।

আটক তিনজনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এলাকায় রমরমা বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা জানান নেশার কবলে পড়ে এলাকার যুব সমাজ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সে কারণেই তারা নেশা বিরোধী অভিযানে সামিল হয়েছেন।

কৃষকরা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। সরকার কৃষি উৎপাদনে গুরুত্ব আরোপ করে রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ং করে তোলার নানা প্রয়াস নিলেও প্রকৃত কৃষকরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা কতটা পাচ্ছে সে সম্পর্কে মূল্যায়ন করা খুবই জরুরী। রাজ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্গা চাষীরা কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। অথচ তারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছেন।

কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। কিন্তু সত্যিকারের বর্গা চাষী, ভাগ চাষী এবং ভূমিহীন কৃষকরা সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক অফিসের অধীনে এমন অনেক বর্গা চাষী আছেন যারা নিজেদের হাড় ভাঙ্গা কায়িক পরিশ্রম করেও বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অথচ জমির মালিক পক্ষ সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাদের আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এসব বোরকা চাষীরা। শুধু তাই নয়, তেলিয়ামুড়া মহকুমায় গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে বন্য দাঁতাল হাতির আক্রমণ। সব মিলিয়ে বর্গা চাষিরা মহা বিপাকে।

জানা যায়, বর্গাচাষী না সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কৃষি কাজ থেকে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন। তাতে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রকৃত কৃষকরা কৃষি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যে যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করছে তার বাস্তবতা নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।তবে এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক রাজীব দে জানান, বর্গা চাষীদের উন্নতিকল্পে এস এস সি ক্যাম্প করানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে সরকারের তরফ থেকে বর্গাচাষীদের কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

অপরদিকে এক বর্গা চাষি জানান, কৃষি দপ্তর থেকে সার,বীজ সহ বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতা তো পাওয়া দূরহস্ত, কৃষি দপ্তর থেকে কোন আধিকারিক বা কর্মী এসে কৃষকদের দুরবস্থারখোঁজ-খবর পর্যন্ত নেন না। অপর এক বর্গাচাষী আক্ষেপের সুরে জানান, সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। তার উপর গোদের উপর বিষফোড়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে বন্য দাতালের আক্রমণ। বন্য দাঁতালের দল হতদরিদ্র বর্গাচাষীদের উৎপাদিত কৃষিজ ফসল নষ্ট করে দেয়। ফলে তারা উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে পারে না।

কাজেই আইয়ের আশায় ফসলের বীজ বপন করলেও সঠিক মুনাফা পাওয়া যায় না। চাষাবাদ করতে গিয়েছে পরিমাণ টাকা খরচ হয় অনেক ক্ষেত্রে সেই টাকা ফসল বিক্রি করে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে সরকার কৃষকদের পাশে না দাঁড়ালে কৃষি উৎপাদন আগামী দিনে আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

একদিনে ৬৬-লক্ষাধিক ডোজ, কোভিড টিকাকরণে ফের রেকর্ড ভারতে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): কোভিড টিকাকরণে ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। এবার ২৪ ঘন্টায় দেশব্যাপী ৬৬-লক্ষের বেশি মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ফলে দেশে মোট টিকাকরণের সংখ্যা ৪৪.১৯-কোটির গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬৬ লক্ষ ০৩ হাজার ১১২ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, ফলে দেশে মোট ৪৪ কোটি ১৯ লক্ষ ১২ হাজার ৩৯৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৪৫.৯১-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৬ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৭,২০,১১০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৫,৯১,৬৪,১২১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,২০,১১০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৯ হাজার ৬৮৯ জন।

টিকার দু'টি ডোজ নিলেও নিস্তার নেই তাদেরও আক্রান্ত করতে পারে ডেল্টা ভেরিয়েন্ট

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): করোনার টিকার দু'টি ডোজ নিলেও নিস্তার নেই। প্রতিষেধকের দু'টি ডোজ নেওয়া ব্যক্তিদের শরীরেও অনায়সে বাসা বাঁধছে করোনার ডেল্টা ভেরিয়েন্ট। বিশ্বের ১০ শীর্ষ কোভিড-বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার থেকে উঠে এসেছে এই তথ্য।

ব্রিটেনের মাইক্রোবায়োলজিস্ট শ্যারন পিককের কথায়, "এই মুহূর্তে বিশ্বের সামনে সব চেয়ে বড় ঝুঁকি হল ডেল্টা।" ব্রিটেনের সংস্থা 'পাবলিক হেল ইংল্যান্ড' সম্প্রতি জানিয়েছে, ব্রিটেনে ডেল্টা ভেরিয়েন্টে আক্রান্ত ৩ হাজার ৬৯২ জন করোনা-রোগীর মধ্যে ৫৮.৩ শতাংশের টিকাকরণ হয়নি তবে ২২.৮ শতাংশের টিকার দু'টি ডোজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

সিঙ্গাপুরেও ডেল্টা ভেরিয়েন্টের দাপট সব চেয়ে বেশি। এবং সরকারি তথ্য বলছে, আক্রান্তদের তিন চতুর্থাংশই কিন্তু টিকা নিয়েছেন।ইজরায়েলের স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে সে দেশে করোনা-আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এমন ৬০ শতাংশরই টিকা নেওয়া আছে। আমেরিকায় করোনা আক্রান্তদের ৮৩ শতাংশই ডেল্টা ভেরিয়েন্টের শিকার। সে দেশের শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ অ্যান্টনি ফাউচি জানিয়েছেন।

ভারতে সংক্রমণ কমে ২৯,৬৮৯ কোভিডে মৃত্যু ৪.২১-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): ভারতে একধাক্কায় অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৯ হাজার ৬৮৯ জন। কমেছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও। গত ২৪ ঘন্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৪১৫ জনের। সোমবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪২,৩৬৩ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৩৯ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৯৮,১০০ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৩,০৮৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৭,২০,১১০।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ২৯,৬৮৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৫১। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৩,০৮৯ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.২৭ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৪৪.১৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪৪,১৯,১২,৩৯৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে মাত্র ১৭,২০,১১০ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪১৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,২১,৩৮২ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা আরও বাড়ল, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪২,৩৬৩ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,০৬,২১,৪৬৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৩৯ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৪৪ কোটি ১৯ লক্ষ ১২ হাজার ৩৯৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাটের বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। রাস্তাঘাট সংস্কারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যে কোন এলাকার উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হলে একদিকে যেমন প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা সঠিকভাবে পৌঁছে না ঠিক তেমনি কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে সমস্যার সম্মুখীন হন। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাট আশানুরূপভাবে উন্নত হচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী জনগণের অভিযোগ। তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থায় ক্ষোভে ফুঁসছেন ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণ।

তেলিয়ামুড়া থেকে উত্তরমহারানি পুর যাওয়ার মূল রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায়। এই রাস্তা দিয়ে ছোট বড় প্রায় অনেক গাড়ি চলাচল করে। এমনকি এই রাস্তা দিয়ে উত্তরমহারানি পুর থেকে আগরতলা পর্যন্ত বাস চলাচল করে। শুধু তাই নয়, এই রাস্তা দিয়ে সঠিকভাবে যান চলাচল করতে না পারলে যেকোনো সময় বন্যহাতির কবলে পড়তে হয় পথযাত্রীদের। এমন মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে গেছে বেশ কিছুদিন আগে রাস্তার ভগ্নদশা জন্য।গাড়ি নিয়ে দ্রুত না যেতে পাড়ায় দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়েছিলএকটি গাড়িকে। কিছুদিন আগে এই রাস্তার মেরামত করেছে পূর্ত দপ্তর। এলাকাবাসীদের অভিযোগ রাস্তার কাজ ঠিকভাবে করা হয়নি এবং অতি নিম্নমানের কাজ করার ফলে মেরামতের এক মাসের মধ্যেই রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। রাস্তার অনেক জায়গায় বড়ো বড়ো গর্ত এবং রাস্তার মাঝখানে মাটি জমে রয়েছে।যার কারণে প্রায় প্রতিনিয়তই ছোট বড়ো যান দূর্ঘটনা ঘটছে।

এলাকাবাসীর একটাই দাবি তেলিয়ামুড়া থেকে উত্তরমহারানি পুর যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করা হোক। অন্যতায় ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণ আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

জাতীয় ঐক্য দৃঢ়করণে সিআরপিএফ-এর অবদান প্রশংসনীয়, বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): প্রতিষ্ঠা দিবসে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর জওয়ানদের অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সিআরপিএফ বাহিনী-সহ তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সিআরপিএফ বাহিনীকে কুর্নিশ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, জাতীয় ঐক্য দৃঢ়করণে সিআরপিএফ-এর অবদান প্রশংসনীয়।

মঙ্গলবার সিআরপিএফ-এর ৮৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'প্রতিষ্ঠা দিবসে সাহসী সিআরপিএফ জওয়ান ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অভিনন্দন। বীরত্ব ও পেশাদারিত্বের জন্য পরিচিত সিআরপিএফ। ভারতের সুরক্ষায় তাঁদের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় ঐক্য দৃঢ়করণে সিআরপিএফ-এর অবদান প্রশংসনীয়।'

চড়িলামে পাঁচটি ভ্যাক্সিনেশন সেন্টার পরিদর্শন করলেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুলাই।। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের ভ্যাক্সিনেশন সেন্টার পরিদর্শন করেন। রাজ্যে ২৭শে জুলাই থেকে ২৮ জুলাই দুই দিন কোভিড ভ্যাকসিনের বিশেষ কর্মসূচি রাখা হয়েছে। সেই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টায় প্রথমে পরিদর্শন করেন চেলিখলা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেখান থেকে ছুটে যান বংশীবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে, রংমালা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে,ধারিয়াথল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ মোট পাঁচটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া ছিলেন সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্ব শ্রী বি এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক রঞ্জন বিশ্বাস, বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা। দুইদিনব্যাপী ছিল ২৭ এবং ২৮ জুলাই ও কোভিড ভ্যাকসিনের বিশেষ কর্মসূচি কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সিপাহীজলা জেলার চড়িলাম ব্লকের পাঁচটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সহ জেলা প্রতিনিধিগন। এই কর্মসূচিতে সিপাহীজলা জেলা শাসক সহ জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা ছিলেন। পাঁচটি ভ্যাক্সিনেশন সেন্টার পরিদর্শনে গিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মী দের সাথে কোভিড টিকাকরণ নিয়ে কথা বলেন। কোন ধরনের সমস্যা আছে কিনা ১০০ কোভিদ টিকাকরণ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পরিদর্শন করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সহ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা।

মঙ্গলবার চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন টিকাকরণ কেন্দ্র ঘুরে দেখেন উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মন। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।